পরিমার্জিত ডিপিএড (প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ)

মডিউল ০৩

শিক্ষাক্রম, শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল এবং মূল্যায়ন

বাংলা

তথ্যপুস্তক

প্রশিক্ষণার্থীর জন্য

জুন ২০২৩

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

মুখবন্ধ

শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য প্রশিক্ষণের কোনও বিকল্প নেই। পরিবর্তীত শিক্ষা ব্যবস্থার আলোকে শিক্ষার্থীকে বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের মডেল সবসময় পরিবর্তনের ও পরিমার্জনের দাবি রাখে। অর্থাৎ শিক্ষকের প্রায়োগিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এবং প্রশিক্ষণকে অর্থবহ করতে আমাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সমন্বয় করা দরকার।

শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন বা কার্যকর শিখনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো শিক্ষক। কিন্তু দেখা যায়, শিক্ষকের যথাযথ প্রস্তুতির অভাবে শিক্ষার্থীর উন্নয়ন পরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন হয় না। আবার প্রশিক্ষণ উপকরণ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষকের মান ইত্যাদির ন্যূনতার কারণেও শিক্ষকের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ব্যাহত হয়। তাই একজন শিক্ষকের বিষয়বস্তু ও কার্যকর শিখন শেখানো কৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা জরুরি।

বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রচলিত ডিপিএড (ডিপ্লোমা-ইন-প্রাইমারি এডুকেশন) এর পাশাপাশি সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) কোর্সটিও চলমান রয়েছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের যেকোনো কোর্স পরিচালনার মূল কাজ হলো প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও সংশ্লিষ্ট শিখন সামগ্রীর সফল বাস্তবায়ন করা। ইতোমধ্যে শিক্ষাক্রমের যেমন ব্যাপক পরিমার্জন হয়েছে, তেমনি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত পাঠ্যপুস্তকেরও পরিমার্জনের কাজ চলমান রয়েছে। পাশাপাশি সময়ের প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় সংস্কার ও যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে ইতোপূর্বে প্রণীত ডিপিএড কোর্সের বাংলা বিষয়ের প্রশিক্ষণ সামগ্রী সমন্বয় করে এই মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে এ প্রশিক্ষণ মডিউলে। পড়তে শেখা ও পড়ে শেখা, ছবি পড়া ও ছবির পাঠ, লেখা শেখা, ছড়া-কবিতা-গদ্য পঠনরীতি, কবিতা, গল্প ও কথোপকথনধর্মী বিষয়ের শিখন শেখানো কৌশলের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ এই প্রশিক্ষণ মডিউলে প্রথমে ধারণা এবং তারপর পাঠের ধরন অনুযায়ী পর্যাপ্ত অনুশীলনের সুযোগ রয়েছে। বর্তমান বাংলা মডিউলে নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বাংলা শিখন শেখানো কার্যক্রমে প্রযুক্তির ব্যবহার। এছাড়াও পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের ভাষাদক্ষতা মূল্যায়নের নীতিমালার আলোকে শ্রেণিকক্ষে বাংলা বিষয়ের মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়নে ও উন্নয়নে যাঁরা অতি অল্প সময়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বাংলা মডিউলটি সম্পাদনা ও পরিমার্জনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে ধন্যবাদ জানাই। এ প্রশিক্ষণ মডিউলটি উন্নয়নে বিভিন্ন পর্যায়ে যেসকল সংস্থা সহযোগিতা করে আসছেন তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পিটিআইতে শিক্ষক-প্রশিক্ষণে এই মডিউলটি নতুনভাবে প্রাণ সঞ্চার করবে বলে আমি আশা করি।

ফরিদ আহাম্মদ
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রসঙ্গকথা

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষক উন্নয়নে ডিপিএড এবং সি-ইন-এড কর্মসূচি সুদীর্ঘকাল যাবৎ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। দেশের সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এ প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির ফলে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এক ধরনের সদর্থক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তবে এটা অনস্বীকার্য যে, প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগতমান উন্নয়নে এ কোর্স তার গ্রহণযোগ্যতা সর্বাংশে পালন করতে পারে নি। কারণ সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের শিখন চাহিদায়ও পরিবর্তন এসেছে। পরিমার্জন করা হয়েছে শিক্ষাক্রম, প্রণীত হয়েছে নতুন পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক সহায়িকা। পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রয়োজনে শিক্ষক-উন্নয়ন কার্যক্রমেরও পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাই বিদ্যমান প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে এবং ডিপিএড কোর্স পরিমার্জন করে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণীত হয়েছে।

বাংলা প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হাতে-কলমে (Hands on) শিখন শেখানোর কার্যকর কৌশলে অভ্যস্ত হতে সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়। এর মাধ্যমে শিক্ষকতা পেশায় আগত শিক্ষকগণের বাংলা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে।

অংশীজনের মতামত ও চাহিদার ভিত্তিতে বাংলা বিষয়ের মডিউলে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচিত বিষয়বস্তুর আলোকে জাতীয় পর্যায়ের দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বিষয়স্তুর প্রাথমিক পরিমার্জন ও ক্ষেত্র বিশেষে উন্নয়ন করা হয়। পরবর্তী সময়ে বাংলা বিষয়ের ব্যবহারকারী ও বিশেষজ্ঞগণের মতামত নিয়ে চূড়ান্তখসড়া প্রণয়ন করা হয়।

প্রশিক্ষণের জন্য যেকোনও উপকরণ প্রণয়ন ও উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই মড্যুলটিও প্রশিক্ষণের পর শিক্ষকের প্রত্যাশিত উন্নয়নের ওপর প্রভাব পরিমাপ বিষয়ক গবেষণা পরিচালিত হবে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রয়োজনে এই মড্যুলটি পরিমার্জনের পথ খোলা থাকবে। এছাড়াও প্রশিক্ষণ মড্যুলটির অধিকতর উন্নয়নের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে বিষয়বস্তু এবং প্রশিক্ষণ কৌশলের বিষয়াদি সংযোজন করা হবে।

মেধা ও নিরলস শ্রম দিয়ে বাংলা বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ মড্যুল প্রণয়নে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ড. উত্তম কুমার দাশ
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

সহায়িকা ব্যবহারের নির্দেশনা

এই তথ্যপুস্তকটি পিটিআইতে প্রশিক্ষণের সময় ব্যবহার করতে হবে। এই তথ্যপুস্তকে প্রাথমিকস্তরের শিক্ষার্থীদের পড়তে শেখা ও পড়ে শেখা, ছবি পড়া ও ছবির পাঠ, লেখা শেখা, ছড়া, কবিতা, গল্প ও কথোপকথনধর্মী বিষয়ের শিখন শেখানো কৌশলের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। মূলত বাংলা বিষয়ের বিভিন্ন ধরনের পাঠের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষককে করণীয় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই কারণে তথ্যপুস্তকটি প্রশিক্ষণের পরেও শিক্ষককে শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা অর্জনের জন্য সহায়ক হবে। তিনটি পর্যায়ে এই তথ্যপুস্তকটি ব্যবহার করতে হবে।

প্রথম পর্যায়

- অধিবেশন চালাকালীন প্রশিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্যপুস্তকটি ব্যবহার করবেন। কারণ প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু, ধারণা ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা পর্যালোচনার সুযোগ সৃষ্টি হবে।
- প্রশিক্ষণের প্রারম্ভে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ সূচির সাথে মিল করে অধিবেশনটি পড়ে নিবেন। কারণ যে বিষয়টি আলোচিত হতে যাচ্ছে সে-বিষয় সম্পর্কে মানসিক প্রস্তুতি নিতে সহজতর হবে।
- প্রশিক্ষণ চলাকালীন আলোচিত বিষয় সম্পর্কে নিজের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করবেন। প্রশিক্ষণে সহকর্মীর বক্তব্য শুনে সে-সম্পর্কে ধারণা লিখে রাখলে ভিন্নভাবে চিন্তা করার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

দ্বিতীয় পর্যায়

- একটি অধিবেশন শেষ কওয়ার প্রাক্কালে অধিবেশন বা আলোচিত বিষয় সম্পর্কে স্ব-অনুচিন্তন লিখে রাখবেন। এই লেখার মধ্য দিয়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা, নিজের অবস্থান ও অধিবেশন থেকে প্রাপ্ত কোনো ভালো মতামতের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পেতে সহায়তা করবে।
- অধিবেশন শেষে বিষয়বস্তু ও শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানোর মধ্যে কোনো নতুনত্ব এবং ভিন্নতা অনুচন্তনের জন্য নির্ধারিত জায়গায় লিখে রাখবেন। এই বিষয়টি প্রশিক্ষণ শেষেও আপনার দৈনন্দিন শিখন শেখানো কাজে নতুনত্ব বা বৈচিত্র্য আনতে সহায়ক হবে।

তৃতীয় পর্যায়

- তথ্যপুস্তকটি প্রশিক্ষণ কালীন ব্যবহার হলেও বিদ্যালয়ে অন্যান্য শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টির জন্য বিদ্যালয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।
- শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানোর সহায়ক তথ্যভান্ডার হিসেবে গন্য

করবেন। শিখন শেখানোর পূর্বে পাঠের ধরন অনুযায়ী নির্দেশনা পড়ে পাঠের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে তথ্যপুস্তকটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

সূচিপত্র

অধিবেশন নম্বর	অধিবেশন শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
১	বাংলা শিক্ষাক্রম পরিচিতি	৬
২	বাংলা পাঠ্যপুস্তকে শিখনফলের প্রতিফলন	৯
৩	ভাষাদক্ষতা বিকাশ	১০
৪	বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ভাষিক কাজ	১৪
৫	পড়তে শেখা ও পড়ে শেখা	১৮
৬	ধ্বনি সচেতনতা	২০
৭	বর্ণজ্ঞান	২৩
৮-৯	শব্দজ্ঞান, পঠন সাবলীলতা ও বোধগম্যতা	২৮
১০	ছবি পড়া ও ছবির পাঠ	৩২
১১	লেখা শেখা	৩৪
১২	লেখা শেখানো কৌশল অনুশীলন	৩৫
১৩	বর্ণ শিখন শেখানো কৌশল	৩৭
১৪-১৫	ছড়া, কবিতা ও গদ্য পঠন রীতি	৩৯
১৬	ছড়া ও কবিতা শিখন শেখানো কৌশল	৪১
১৭	গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী বিষয় শেখানো কৌশল	৪২
১৮	গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী বিষয় শেখানো কৌশল অনুশীলন	৪৫
১৯	ভাষা শিখনে সম্পূরক উপকরণ ব্যবহার কৌশল	৪৬
২০	শ্রেণিকক্ষে বাংলা বিষয়ে মূল্যায়ন	৫১
২১	বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তির ব্যবহার	৫৫
২২	বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তির প্রয়োগ অনুশীলন	৫৭
২৩-২৪	বাংলা বিষয়ে পাঠ পরিকল্পনা	৫৯

অধিবেশন : ০১	শিরোনাম : বাংলা শিক্ষাক্রম পরিচিতি

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. বাংলা ভাষাদক্ষতার আলোকে বাংলা বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিকযোগ্যতা পর্যালোচনা করতে পারবেন।

খ. বাংলা বিষয়ের বিস্তৃত শিক্ষাক্রম কাঠামো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

গ. শিক্ষাক্রমে বর্ণিত বাংলা বিষয় শিখন শেখানো কাজে ব্যবহৃত কৌশলসমূহ শনাক্ত করতে পারবেন।

সময় : ১.৩০ ঘণ্টা

পদ্ধতি ও কৌশল : শ্রেণিকরণ, দলীয় কাজ, উপস্থাপন

সহায়ক তথ্য : ০১ **বাংলা শিক্ষাক্রম পরিচিতি**

অংশ ক

কর্মপত্র

বাংলা বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিকযোগ্যতা সংশ্লিষ্ট বিবৃতি

বাংলা বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিকযোগ্যতা	সংশ্লিষ্ট ভাষাদক্ষতা
বাংলা ভাষার গঠন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা	
বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যবহৃত (অডিও-ভিডিও ও অন্যান্য) প্রমিত বাংলা ভাষায় প্রশ্ন, নির্দেশ, অনুজ্ঞা, শিষ্টাচারমূলক বাক্য, কথোপকথন, আলোচনা, বক্তৃতা, ঘোষণা, সংকেত, বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি শুনে বিষয়বস্তু বুঝতে পারা।	
বাংলা ভাষায় রচিত বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও প্রতিবেদনমূলক রচনার বিষয়ে শুনে তথ্য, মূলভাব ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশ্ন বুঝতে পারা।	
বাংলা ভাষায় রচিত ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, নাটিকা, কৌতুক, কমিক ইত্যাদি শুনে মূলভাব বুঝতে ও আনন্দ লাভ করতে পারা।	
বাংলা ভাষার গঠন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।	
বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যবহৃত প্রমিত বাংলা ভাষায় প্রশ্ন, নির্দেশনা, অনুজ্ঞা, কথোপকথন, আলোচনা, বক্তৃতা, ঘোষণা, সংকেত, বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির বিষয়বস্তু বুঝে অংশগ্রহণ করতে পারা এবং মতামত প্রকাশ করতে পারা।	
বাংলা ভাষায় রচিত বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও প্রতিবেদনমূলক রচনার মূলভাব বা বিষয়বস্তু বুঝে বলতে পারা ও নিজস্ব অনুভূতি ব্যক্ত করতে পারা।	
বাংলা ভাষায় রচিত ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, নাটিকা, কৌতুক, কমিক ইত্যাদির মূলভাব বা বিষয়বস্তু বুঝে বলতে পারা ও নিজস্ব অনুভূতি, উপলব্ধি	

প্রকাশ করতে পারা।	
বাংলা ভাষার গঠন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।	
বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত ও বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নির্ভর প্রশ্ন, নির্দেশনা, অনুজ্ঞা, কথোপকথন, আলোচনা, বক্তৃতা, ঘোষণা, নামফলক, সংকেত, বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি (বাংলা হরফে মুদ্রিত, হাতে ও ডিজিটাল ডিভাইসে) লেখা পড়ে বিষয়বস্তু ও মূলভাব বুঝতে পারা।	
বাংলা ভাষায় রচিত বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও প্রতিবেদনমূলক রচনা পড়ে মূলভাব বা বিষয়বস্তু বুঝে বলতে পারা।	
বাংলা ভাষায় রচিত ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, নাটিকা, কৌতুক বা কমিক ইত্যাদি পড়ে আনন্দমূলভাব করা, বিষয়বস্তু ও মূলভাব বুঝতে পারা এবং মত প্রকাশ করতে পারা।	
বাংলা ভাষার গঠন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।	
বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নির্ভর প্রশ্ন, নির্দেশনা, অনুজ্ঞা, কথোপকথন, আলোচনা, বক্তৃতা, ঘোষণা, সংকেত, বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির বিষয় বুঝে লিখতে পারা এবং সাধারণ পত্র, আবেদন পত্র লিখতে ও ছক, ফরম বুঝে পূরণ করতে পারা।	
বর্ণনা, তথ্য ও প্রতিবেদনমূলক রচনার বিষয় বুঝে মূলভাব, নিজস্ব মতামত লিখে প্রকাশ করতে পারা এবং অনুরূপ রচনা লিখতে পারা।	
চিত্র ও ছবি, ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, নাটিকা, ইত্যাদির বিষয়বস্তু বুঝে মূলভাব, নিজস্ব মতামত ও উপলব্ধি লিখে প্রকাশ করতে পারা এবং সৃজনশীল রচনা লিখতে পারা।	

অংশ খ

বিস্তৃত শিক্ষাক্রম কাঠামো

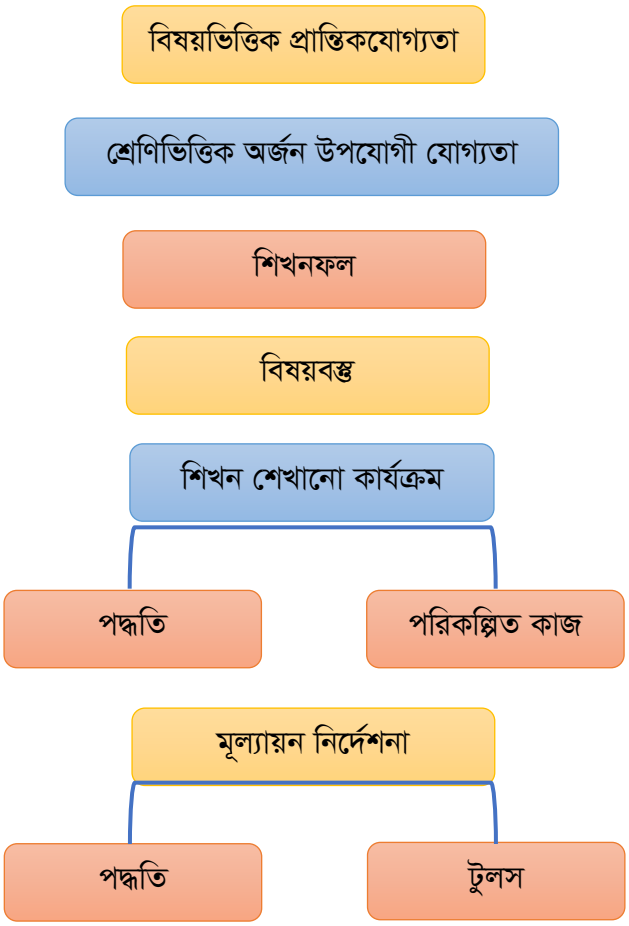

অধিবেশন : ০২	শিরোনাম : বাংলা পাঠ্যপুস্তকে শিখনফলের প্রতিফলন

শিখনফলঃ

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষার্থীগণ

ক. শিখনফলের আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয় শনাক্ত করতে পারবেন।
খ. ভাষাদক্ষতা অর্জনের জন্য শিখনফলের সাথে বিষয়বস্তুর সংযোগ বিশ্লেষণ করতে পারবেন

সময় : ১.৩০ মিনিট

পদ্ধতি ও কৌশল : আলোচনা, দলীয় কাজ, উপস্থাপন

সহায়ক তথ্য : ০২ বাংলা পাঠ্যপুস্তকে শিখনফলের প্রতিফলন

কোনটি ঠিক তা নিরূপণ করি

ক. পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে শিখনফল লেখা হয়।
খ. শিখনফলের ওপর ভিত্তি করে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু রচিত হয়।

শিখনফলের আলোকে প্রথম শ্রেণির পাঠ্যবই থেকে বিষয়বস্তু খুঁজে বের করি।

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১১.১.২ এক থেকে বিশ পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দ পড়তে পারবে। (পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম-২০২১ অনুসারে)	

শিখনফলের আলোকে পাঠ্যবই থেকে বিষয়বস্তু খুঁজে বের করি।

দল	শ্রেণি	শিখনফল	বিষয়বস্তু
পদ্মা	দ্বিতীয় শ্রেণি	২.৬.১ পরিচিত ফুল সম্পর্কে পড়ে বুঝতে পারবে। ২.৪.২ পরিচিত ফল সম্পর্কে লিখতে পারবে।	
চিত্রা	তৃতীয় শ্রেণি	২.৮.১ প্রথম থেকে দশম পর্যন্ত ক্রমবাচক শব্দ বলতে পারবে।	
সুরমা	চতুর্থ শ্রেণি	৩.৪.১ বাংলাদেশের প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য বিষয়ে শুনে বুঝতে পারবে। ২.৭.১ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিষয়ে বর্ণনা পড়তে পারবে।	
মধুমতি	পঞ্চম শ্রেণি	২.৫.১ নাটকের সংলাপ বলতে ও বিষয় বর্ণনা করতে পারবে।	

অধিবেশন : ০৩	শিরোনাম : ভাষাক্ষদক্ষতা বিকাশ

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. ভাষাদক্ষতার বিকাশ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

খ. ভাষাদক্ষতা বিকাশের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

গ. শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতার বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা উপলব্ধি করতে পারবেন।

সময় : ১.৩০ ঘণ্টা

পদ্ধতি ও কৌশল : প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, প্রদর্শন, দলগত কাজ, উপস্থাপন, পর্যবেক্ষণ ও ফলাবর্তন।

সহায়ক তথ্য : ০৩ ভাষাক্ষদক্ষতা বিকাশ

অংশ ক

ভাষাদক্ষতার বিকাশ

ভাষাদক্ষতা অর্জনে (Language acquisition) শ্রেণিকক্ষে শোনা, বলা, পড়া ও লেখার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দক্ষতাগুলো আয়ত্ত করার জন্য পর্যায়ক্রমে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ভাষা শেখানোর জন্য শ্রেণিকক্ষে প্রথমে শিশুকে ভাষা শুনতে দিতে হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের বলতে দিতে হয়। তৃতীয় পর্যায়ে ভাষার লিখিত রূপ পড়তে দিতে হয়। চতুর্থ পযায়ে শিশুকে লিখতে দিতে হয়। এভাবেই শোনা, বলা, পড়া ও লেখা অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুরা ভাষা শেখার কাজটি করে। এজন্য ভাষাদক্ষতা অনুশীলনে বেশি জোর দিতে হয়। কোনো শিশুর যোগাযোগ ও বিকাশের ক্ষমতার জন্য ভাষাদক্ষতা অপরিহার্য। এই দক্ষতাগুলোই শিশুকে তার চারপাশের লোকজন, পরিবেশ ও শ্রেণিকক্ষে যোগযোগ করতে সহায়তা করে। ভাষাদক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে শিশু কতগুলো শব্দ নিয়মানুযায়ী একত্র করে মনের ভাব ও অনুভূতি বলে বা লিখে প্রকাশ করে।

কর্মপত্র

ছবি/চিত্রের প্রেক্ষাপট

একটি ছোট্ট শিশু একা একা কিছু একটা নিয়ে খেলা করছে।	শিশুর সঙ্গে মা কথা বলছে, কিন্তু শিশুর বলার দক্ষতা হয়নি।
শিক্ষার্থীরা নিজের ভাবনা থেকে কিছু লিখছে।	সদ্যজাত শিশুর সঙ্গে কেউ একজন কথা বলছে। শিশু শুনছে, বলতে পারছে না।
শ্রেণিতে শিক্ষকের নির্দেশনায় শিশুরা কাজ করছে।	শিশু শ্রেণিতে শিক্ষকের নির্দেশনায় শিশুরা নিজেদের খাতায় ছবি আঁকছে।
শ্রেণিতে শিক্ষক/শিক্ষিকা বই হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। শিক্ষার্থী কিছু একটা বলছে।	শ্রেণিতে শিক্ষক/শিক্ষিকা বই হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। একজন শিক্ষার্থী বই দেখে পড়ছে।
শিশুরা পরস্পর মুখোমুখি বসে কথা বলছে।	শিশুরা বই পড়ছে।
শ্রেণিতে শিক্ষক/শিক্ষিকা বই হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। শিক্ষার্থী শুনে খাতায় লিখছে।	শ্রেণিতে শিক্ষক দাঁড়িয়ে আছেন। একজন শিক্ষার্থী থাতা দেখে নিজের লেখা পড়ছে।

অংশ খ

ভাষাদক্ষতা বিকাশের কৌশল

শোনার দক্ষতা বিকাশের কৌশল

শোনার দক্ষতা অর্জনের যে প্রক্রিয়াগুলো রয়েছে তার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করার জন্য আমাদের অবশ্যই কথ্য ভাষার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করা দরকার, যা লেখার দক্ষতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কোনো একটি লেখা বার বার পড়ে তার অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হয়; কিন্তু কোনো কথা একবার বলা হয়ে গেলে তা আর শোনার উপায় থাকে না। সুতরাং শ্রোতাকে অবশ্যই বক্তার কথা শুনে তাৎক্ষণিকভাবে তার অর্থ বুঝে নিতে হবে।

আলাপচারিতা অথবা কোনো কথা বলার সময় শ্রোতা যেন সে কথার তাৎক্ষণিকভাবে মর্মোদ্ধার করতে পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য শিশুদের বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে সক্ষম করে তোলা যেতে পারে। একজন বলবে, অন্যজন তা শুনে লিখবে, আর দুজন তা পরিমার্জন করবে, এভাবে যদি ধারাবাহিকভাবে শিশুদের কাজ দেওয়া যায় তাহলে এ ধরনের কাজ থেকে শিশুরা অবশ্যই শোনা দক্ষতার উন্নয়ন করতে সক্ষম হবে। এ প্রেক্ষিতে নিচের কাজগুলো বিশেষভাবে অনুশীলন করা যেতে পারে

- আদেশ/ নির্দেশ পালন করতে দিয়ে।
- গল্প/গল্পের অংশ শুনিয়ে প্রশ্ন করে তার উত্তর বলতে ও লিখতে দিয়ে।

- সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে প্রশ্ন করতে দিয়ে।
- নাটিকা ও নাট্যাংশ শুনিয়ে বা দেখিয়ে প্রশ্ন করে তার উত্তর বলতে ও লিখতে দিয়ে।
- রেডিও, টিভি ও ক্যাসেট শুনিয়ে প্রশ্ন করে তার উত্তর বলতে ও লিখতে দিয়ে।
- কথোপকথন/ বক্তৃতা শুনিয়ে প্রশ্ন করে তার উত্তর বলতে ও লিখতে দিয়ে।
- কোনো কিছু শুনিয়ে তার উপর কোনো কাজ সম্পাদন করতে দিয়ে।

বলার দক্ষতা বিকাশের কৌশল

শিশুকাল থেকে পর্যাপ্ত সহায়তা দিয়ে শিক্ষার্থীর বলার দক্ষতার উন্নয়ন সাধন করা যায়। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে পর্যাপ্ত সহায়তা দেবেন। যেমন- শিক্ষার্থী যদি পূর্ণবাক্যে অথবা অর্থবহভাবে কোনো কথা না বলে তাহলে অর্থবহভাবে কথাটি বলে দেবেন। তবে ভুল সংশোধনের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। ভুল শব্দ, বাক্য শুদ্ধভাবে পুনরায় বলবেন। প্রসঙ্গ বহির্ভূতভাবে কোনো শব্দ ব্যবহার করা হলে প্রসঙ্গ অথবা ক্ষেত্রটি উলেøখ করবেন। বলার দক্ষতা অর্জনের কতিপয় কৌশল

- প্রশ্ন করতে ও উত্তর বলতে দিয়ে
- ছবি/চিত্রের বিষয়বস্তু বলতে বা প্রশ্ন করে উত্তর বলতে দিয়ে
- গল্প শুনে বলতে দিয়ে
- গল্পভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর বলতে দিয়ে
- ছবি সাজিয়ে গল্প বলতে দিয়ে
- ছবি দেখে সংলাপ বলতে দিয়ে
- অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে দিয়ে
- নির্দেশ প্রদান করতে দিয়ে
- ছড়া/কবিতা আবৃত্তি করতে দিয়ে
- নিজের সম্পর্কে বলতে দিয়ে
- ধারাবাহিক গল্প বলতে দিয়ে
- উপস্থিত বক্তৃতা করতে দিয়ে
- নির্ধারিত বক্তৃতা করতে দিয়ে
- উপস্থাপন করতে দিয়ে
- খবর পাঠ করতে দিয়ে

পড়ার দক্ষতা বিকাশের কৌশল

ভাষার চারটি দক্ষতার মধ্যে শোনা ও পড়া গ্রহণমূলক (Receptive skills) এবং বলা ও লেখা প্রকাশমূলক দক্ষতা (Productive skills)। শুনে ও পড়ে আমরা সাধারণত তথ্য গ্রহণ করি। আর বলে ও লিখে আমরা গৃহীত তথ্য প্রকাশ করি। গ্রহণমূলক দক্ষতা অর্থাৎ শোনা ও পড়া দক্ষতা শেখানোর তিনটি পর্যায় রয়েছে;

- **শোনা/পড়ার আগের কৌশল :** এই পর্যায়ে শিক্ষক পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি বা শিরোনাম দেখিয়ে ছড়া বা কবিতা বা গল্পটি কী সম্পর্কে লেখা তা অনুমান (prediction) করতে দিতে পারেন।
- **শোনা/পড়ার সময়ের কৌশল :** এই পর্যায়ে শিক্ষক শোনা/পড়ার সময় পাঠটি সম্পর্কে সাধারণত ধারণা পাওয়ার জন্য পাঠের কিছু প্রশ্ন বা কথোপকথন বা মজার কোনো অংশ দিতে বা উল্লেখ করতে পারেন। শ্রুত/পঠিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা পাওয়ার জন্য পাঠে দ্রুত চোখ বুলিয়ে যাওয়া

(skimming) একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। সাধারণত পাঠ সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা নিতে ও গুরুত্বপুর্ন জায়গা খুঁজে বের করতে এটি সরব পাঠের আগেকরা হয়।

- **শোনা/পড়ার পরের কৌশলঃ** এই পর্যায়ে শিক্ষক পাঠটির মূল ধারণা বা বোধগম্যতা যাচাইয়ের জন্য কিছু প্রশ্ন বা আলোচনার ব্যবস্থা করতে পারেন। নীরব পাঠের সময় কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে (scanning) ক্ষেত্রেএটি করা হয়। এক্ষেত্রে তিন ধরনের প্রশ্ন করা হয়; সরাসরি উত্তর প্রশ্ন (Literal question), বিকল্প উত্তর প্রশ্ন (inferential question) ও মুক্ত উত্তর-প্রশ্ন (open ended question)।

প্রকাশমূলক দক্ষতা অর্থাৎ বলা ও লেখা শেখানোর কৌশল আলাদা। বলার ক্ষেত্রে জোর দিতে হয় সঠিকভাবে ধ্বনি, শব্দ ও বাক্যের উচ্চারণ বা সাবলীলতায়। আর লেখার ক্ষেত্রে জোর দিতে হয় নিয়ন্ত্রিত, নির্দেশিত ও মুক্ত লেখা।বলার দক্ষতার বিকাশে অনুশীলন জরুরি। এই অনুশীলন একাকী, জোড়ায় ও দলে হতে পারে। ধ্বনি, শব্দ ও বাক্য অনুশীলনের প্রতিটি পর্যায়েই হতে পারে। যেমন, বর্ণ ও শব্দ উচ্চারণ, ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি, গল্প বলা ইত্যাদি।

লেখার দক্ষতা বিকাশের কৌশল

লেখার দক্ষতা বিকাশের তিনটি পর্যায় আছে। যেমন-

- **নিয়ন্ত্রিত লেখা :** শিক্ষক নিয়ন্ত্রিতভাবে পূর্বনির্ধারিত বর্ণ বা শব্দ লিখতে বলতে পারেন। যেমন, নিয়ম মেনে বর্ণ লেখা ও শূন্যস্থান পূরণ করতে দেওয়া (আমি ভাত খাই)। নিয়ন্ত্রিত লেখা শুদ্ধতার জন্য করা হয়।
- **নির্দেশিত লেখা :** শিক্ষার্থী অনেকটা স্বাধীনভাবে বর্ণ বা শব্দ লিখতে পারে। যেমন, বর্ণ লেখা ও শূন্যস্থান পূরণ করতে দেওয়া (আমি ভাত ---, এখানে খাই, চাই হতে পারে)। আবার শিক্ষক কোনো ছবি দেখিয়ে কোনো একটি নির্দিষ্ট বাক্য কাঠামো অনুসরণ করে কয়েকটি বাক্য লিখতে দিতে পারেন।
- **মুক্ত লেখা :** শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে শব্দ ও বাক্য লিখতে পারে। কোনো একটি গল্প বা কবিতা পড়ানোর পর এটি নিজের ভাষায় বর্ণনা লিখতে দিতে পারেন। আবার গল্প বা কবিতার নির্দিষ্ট কোনো চরিত্রের জায়গায় **তুমি হলে কী করতে?** এমন প্রশ্নের উত্তর লিখতে দিতে পারেন।

প্রাথমিক স্তরে লেখার দক্ষতা বিকাশের উল্লিখিত তিনটি পর্যায় অনুসরণ করে মূলত প্রাক-লিখন ও বর্ণ লেখা, বর্ণ যুক্ত করে শব্দ লেখা, শব্দ সাজিয়ে বাক্য লেখা ও অনুচ্ছেদ লেখার কাজগুলো করা হয়ে থাকে।

অংশ গ

শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা

- প্রাক-প্রাথমিক স্তরে শিশুর বয়স অনুযায়ী ভাষার বিকাশের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। এই স্তরে ভাষাদক্ষতা শোনার ও বলার দক্ষতা উন্নয়নে জোর দিতে হবে।
- প্রাথমিক স্তরের প্রারম্ভিক পর্যায়ে (প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি) ভাষাদক্ষতা শোনা ও বলার প্রতি জোর দিতে হবে। এরপর ধীরে ধীরে পড়া ও লেখার প্রতি জোর দিতে হবে।
- প্রাথমিক স্তরের শেষের দিকে গ্রহণমূলক ভাষাদক্ষতা বা শোনার ও পড়ার সঙ্গে প্রকাশমূলক ভাষাদক্ষতা বা বলার ও লেখার সমন্বয় করতে হবে।

অধিবেশন : ০৪	শিরোনাম : বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ভাষিক কাজ

শিখনফল :

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. বাংলা পাঠ্যপুস্তকের ভাষিক কাজ চিহ্নিত করতে পারবেন।
খ. ভাষাদক্ষতা উন্নয়নে ভাষিক কাজের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
গ. শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা উন্নয়নে ভাষিক কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবেন।

সময় : ১.৩০ ঘণ্টা

পদ্ধতি ও কৌশল : প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, উপস্থাপন, প্লেনারি আলোচনা।

সহায়ক তথ্য : ০৪ বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ভাষিক কাজ

ভাষিক কাজ কী?

ভাষিক কাজ হলো ভাষার দক্ষতা উন্নয়ন সম্পর্কিত কাজ। শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলা বিষয়ের শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার সময় যেসকল কাজ সম্পাদন করানো হয় সেগুলোই ভাষিক কাজ। যেমন– পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা, শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করা, ইত্যাদি।

অংশ ক

কর্মপত্র
ভাষিক কাজ
(অনুশীলনীতে প্রদত্ত কাজ)
দ্বিতীয় শ্রেণি

ভাষিক কাজ	যে ভাষাদক্ষতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট
মুখে মুখে উত্তর বলা ও লেখা	
ছবি দেখে শব্দ বলা ও লেখা	
যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা ও যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ বলা ও পড়া	
বর্ণজট ও শব্দজট	
পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা	
শব্দের অর্থ বলা ও লেখা	
খালিঘরে শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করা	
পড়া ও নিজের ভাষায় বলা	
ছবির নিচে শব্দ লেখা	
ঠিক শব্দ দিয়ে বাক্য বলা ও লেখা	

মিল করা	
পাঠ থেকে উত্তর বাছাই করে বলা ও লেখা	
কবিতা আবৃত্তি করা	
মুখে মুখে গল্প বলা	
বিপরীত শব্দ বলা ও লেখা	
শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করা	
শব্দের বহুবচন করা	
বিরাম চিহ্নের ব্যবহার	
কোনো বিষয় সম্পর্কে বাক্য লেখা	
ছবি দেখে গল্প তৈরি করা	

ভাষিক কাজ
(অনুশীলনীতে প্রদত্ত কাজ)
তৃতীয় শ্রেণি

ভাষিক কাজ	**যে ভাষাদক্ষতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট**
ছবি দেখে ভাবা, বাক্য বলা ও লেখা	
পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা	
শব্দের অর্থ বলা ও লেখা	
খালিঘরে শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করা	
পড়া ও নিজের ভাষায় বলা	
মুখে মুখে উত্তর বলা ও লেখা	
ছবির নিচে শব্দ লেখা	
যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা	
যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ বলা ও পড়া	
মিল করা	
পাঠ থেকে উত্তর বাছাই করে বলা ও লেখা	
কবিতা আবৃত্তি করা	
মুখে মুখে গল্প বলা	
নামবাচক শব্দ বলা ও লেখা	
বিপরীত শব্দ বলা ও লেখা	
শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করা	
একই অর্থের শব্দ জানা	
বিরাম চিহ্নের ব্যবহার	
কোনো বিষয় সম্পর্কে বাক্য লেখা	
শব্দ খুঁজে মালা বানানো	
প্রশ্ন তৈরি করা ও উত্তর লেখা	
বাক্য জুড়ে বাক্য তৈরি করা	

ছক পূরণ করা	
ক্রমবাচক শব্দ বলা	
বানান ও অর্থের পার্থক্য করা	
সংকেত জেনে নেওয়া	
ছবি দেখে গল্প তৈরি করা,	

ভাষিক কাজ
(অনুশীলনীতে প্রদত্ত কাজ)
চতুর্থ শ্রেণি

ভাষিক কাজ	**যে ভাষাদক্ষতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট**
পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা	
শব্দের অর্থ বলা ও লেখা	
খালিঘরে শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করা	
প্রশ্ন তৈরি করা	
বিপরীত শব্দ বলা ও লেখা	
বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তথ্য চিহ্নিত করা	
পদ চিহ্নিত করা	
অনুচ্ছেদ লেখা	
ছক/ফরম পূরণ করা	
ছড়া ও কবিতা লেখার চেষ্টা করা	
বহু নির্বাচনী নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন	
সংখ্যাবাচক শব্দ চিহ্নিত করা	
তারিখবাচক শব্দ পড়া ও লেখা	
মূলভাব বলা ও লেখা	
পড়া ও নিজের ভাষায় বলা	
চিঠি সম্পর্কে জানা ও লেখা	
মুখে মুখে উত্তর বলা ও লেখা	
যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দ বলা ও পড়া	
কোনো বিষয় নিয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা করা	
কোনো বিষয়ের ওপর অভিনয় করে দেখানো	
মুখে মুখে গল্প বলা	
কবিতা আবৃত্তি করা	
বিরাম চিহ্নের ব্যবহার	
বানান ও অর্থের পার্থক্য করা	
সংকেত জেনে নেওয়া	

ভাষিক কাজ
(অনুশীলনীতে প্রদত্ত কাজ)
পঞ্চম শ্রেণি

ভাষিক কাজ	**যে ভাষাদক্ষতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট**
পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা	
শব্দের অর্থ বলা ও লেখা	
খালিঘরে শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করা	
প্রশ্নগুলো উত্তর বলি ও লিখি	
প্রশ্ন তৈরি করা	
বিপরীত শব্দ বলা ও লেখা	
পদ চিহ্নিত করা	
অনুচ্ছেদ লেখা	
ছক/ফরম পূরণ করা	
ভাষার সাধু ও চলিত রূপ	
ক্রিয়ার কাল শনাক্ত করা	
বহু নির্বাচনী নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন	
মূলভাব বলা ও লেখা	
তুলনাকরা	
পড়া ও নিজের ভাষায় বলা	
মুখে মুখে উত্তর বলা ও লেখা	
যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা	
যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ বলা ও পড়া	
মুখে মুখে গল্প বলা	
কবিতা আবৃত্তি করা	
বিরাম চিহ্নের ব্যবহার	
বানান ও অর্থের পার্থক্য করা	
সংকেত জেনে নেওয়া	
ছবি দেখে গল্প তৈরি করা	

[দ্রষ্টব্য : প্রথম শ্রেণির প্রতিটি পাঠেই শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা উন্নয়নের জন্য ভাষিক কাজ প্রদান করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুশীলনী রাখা হয় নি। কারণ পাঠের মধ্যেই ভাষিক কাজের অনুশীলনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা আছে।]

অধিবেশন : ০৫	শিরোনাম : পড়তে শেখা ও পড়ে শেখা

শিখনফল :

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

১. পড়তে শেখা ও পড়ে শেখার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
২. পড়তে শেখার মৌলিক উপাদানগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

সময় : ১.৩০ ঘণ্টা

পদ্ধতি ও কৌশল : আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, পঠন ধাঁধা, দলগত কাজ।

সহায়ক তথ্য : ০৫ পড়তে শেখা ও পড়ে শেখা

অংশ ক

পড়া/পঠন (Reading) **বলতে কী বোঝায়?**

'বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্নগুলোকে চিনতে পারার মাধ্যমে পাঠোদ্ধার করতে পারা এবং অর্থ বুঝতে পারাই হচ্ছে পড়া'

পড়া বা পাঠ করা হচ্ছে একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া যার সঙ্গে জড়িত আছে বর্ণ ও শব্দ চিনতে পারা, শব্দের অর্থ বুঝতে পারা, সাবলীলতা অর্জন এবং সম্পূর্ণ পাঠটির অর্থ উপলব্ধি করতে পারা।

পড়ার দুইটি অংশ থাকে-

- সংকেতিক চিহ্নগুলোকে বর্ণ হিসাবে চিনতে পারার মাধ্যমে শব্দ বা শব্দগুলো উচ্চারণ করতে পারা, যাকে বলা হয় পাঠোদ্ধার (Decoding)।
- লিখিত শব্দগুলোর অর্থ বুঝতে পারার মাধ্যমে সম্পূর্ণ পাঠটির অর্থ উপলব্ধি করতে পারা, যাকে বলা হয় বোধগম্যতা (Understanding)।

পড়তে শেখার সঙ্গে পড়ে শেখার সম্পর্ক

পড়তে শেখা(learn to read)	পড়ে শেখা (read to learn)
▪ পড়তে পারার আগে এবং পড়ার সময়ের প্রচেষ্টাই হলো পড়তে শেখা। যেমন, ধ্বনি ও বর্ণ চিহ্নিত করতে পারা, কার-চিহ্ন ও ফলাচিহ্নের ব্যবহার জানা, শব্দাংশ ও শব্দ পড়া ইত্যাদি। ▪ পড়তে শেখায় বড়োদের সহায়তা প্রয়োজন। ▪ পড়তে শেখার ভিত্তি হলো দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ভাষা।	▪ পড়তে শেখার পরের ধাপই হলো পড়ে শেখা। পড়ার মাধ্যমে অর্থ বোঝার প্রচেষ্টাই এখানে মুখ্য। ▪ পড়ে শেখার ক্ষেত্রে বড়দের সহায়তা সব সময় প্রয়োজন হয় না। ▪ পড়ে শেখার ভিত্তি হলো লিখিত ভাষা। ▪ পড়ে শেখা পড়তে শেখার ওপর নির্ভরশীল। ▪ পড়ে শেখা শিক্ষার্থীকে স্বাধীন পাঠকে পরিণত করে।

▪ পড়তে শেখা পড়ার পাঁচটি উপাদানের ওপর নির্ভরশীল। ▪ পড়তে শেখা শিক্ষার্থীকে স্বাধীন পাঠক হতে সহায়তা করে।	

অংশ খ

পড়ার মৌলিক উপাদান

- ধ্বনি সচেতনতা
- বর্ণজ্ঞান
- শব্দজ্ঞান
- পঠন সাবলীলতা
- বোধগম্যতা

অধিবেশন : ০৬	শিরোনাম : ধ্বনি সচেতনতা

শিখনফলঃ

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. ধ্বনি সচেতনতা কী তা বলতে পারবেন।

খ. শিখন শেখানো কার্যক্রমে ধ্বনি সচেতনতার ধারণা প্রয়োগ করতে পারবেন।

সময় : ১.৩০ ঘণ্টা

পদ্ধতি ও কৌশল : ব্যাখ্যাকরণ, আলোচনা, দলগত কাজ, সিমুলেসন, উপস্থাপন।

সহায়ক তথ্য : ০৬ ধ্বনি সচেতনতা

অংশ ক

ধ্বনি চিহ্নিতকরণ

- ধ্বনি চিহ্নিতকরণ করার কাজে বিভিন্ন শব্দের প্রথম অথবা মাঝের অথবা শেষের নির্দিষ্ট ধ্বনিটি চিহ্নিত করতে সহায়তা করে।
- বর্ণের ধ্বনি চিহ্নিত করতে সহায়তা করে
- শিশুরা কোনো বর্ণের ধ্বনি চিনে বা জেনে অপরিচিত শব্দ বানান করে পড়তে পারে।
- ধ্বনি চিহ্নিতকরণের কাজটি ৩টি ধাপে করাতে হয়-

  ধাপ-১: শিক্ষক প্রথমে কাজটি কীভাবে করতে হয় তা নিজে করে দেখান।

  ধাপ-২: শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কাজটি একসঙ্গে চর্চা করেন।

  ধাপ-৩: শিক্ষার্থীরা কাজটি নিজে নিজে চর্চা করে।

ধ্বনি মিলকরণ

- ধ্বনি মিলকরণের দক্ষতা শিক্ষার্থীকে নতুন শব্দ তৈরি করতে সহায়তা করে
- ধ্বনি মিলকরণের দক্ষতা অপরিচিত শব্দ পড়তে সহায়তা করে
- ধ্বনির মিলকরণের চর্চা ৩টি ধাপে করাতে হয়-

  ধাপ-১: শিক্ষক প্রথমে কাজটি কীভাবে করতে হয় তা নিজে করে দেখান

  ধাপ-২: শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কাজটি একসঙ্গে চর্চা করেন

  ধাপ-৩: শিক্ষার্থীরা কাজটি নিজে নিজে চর্চা করে।

ধ্বনি বিভক্তিকরণ

- ধ্বনি বিভক্তিকরণের দক্ষতা থাকলে নতুন নতুন শব্দ পড়তে পারে,
- ধ্বনি বিভক্তিকরণদক্ষতা অপরিচিত শব্দ পড়তে সহায়তা করে,
- শব্দ বা শব্দাংশের ধ্বনি বিভক্তিকরণের চর্চা শ্রেণিকক্ষে আমরা ৩টি ধাপে করাতে হয় -

  ধাপ-১: শিক্ষক প্রথমে কাজটি কীভাবে করতে হয় তা নিজে করে দেখান।

ধাপ-২: শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কাজটি একসঙ্গে অনুশীলন করেন।
ধাপ-৩: শিক্ষার্থীরা কাজটি নিজে নিজে অনুশীলন করে।

অংশ খ

ধ্বনি চিহ্নিতকরণ শিখন শেখানো প্রক্রিয়া

শিক্ষক	:	তোমরা 'আমার বাংলা বই'-এর ২৮ নম্বর পৃষ্ঠা খোল। প্রথমবক্সে কীসের ছবি আছে?
শিক্ষার্থী	:	চক।
শিক্ষক	:	চক শব্দের প্রথম ধ্বনি কী? প্রথম ধ্বনি /চ/। এখন আমরা একটি মজার খেলা খেলব। আমি কিছু শব্দ বলব। যদি তার প্রথম ধ্বনি /চ/ হয়, তাহলে আমি হাত উঠাব। আর যদি /চ/ না হয়, তবে হাত উঠাব না। শব্দটি হচ্ছে চশমা (বলে শিক্ষক হাত উঠাবেন)। এর প্রথম ধ্বনি /চ/। তাই আমি হাত উঠালাম। আরেকটি শব্দ হচ্ছে পাহাড় (এবার শিক্ষক হাত উঠাবেন না)। এর প্রথম ধ্বনি /চ/ না। তাই আমি হাত উঠালাম না।
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী	:	এবার আমরা একসঙ্গে করব। আমি কিছু শব্দ বলব। যদি তার প্রথম ধ্বনি /চ/ হয়, তাহলে আমরা হাত উঠাব। আর যদি না হয়, তবে হাত উঠাব না। প্রথম শব্দটি হচ্ছে চশমা। (শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সকলেই হাত উঠাবে)
শিক্ষক		চমচম শব্দের প্রথম ধ্বনি /চ/। তাই আমরা হাত উঠালাম। আরেকটি শব্দ হচ্ছে পাহাড়। (শিক্ষক ও শিক্ষার্থী হাত উঠাবে না)। পাহাড় এর প্রথম ধ্বনি /চ/ নয়। তাই আমরা হাত উঠালাম না। এবার তোমরা করবে। আমি কিছু শব্দ বলব। যদি তার প্রথম ধ্বনি /চ/ হয়, তাহলে তোমরা হাত উঠাবে। আর যদি না হয়, তবে হাত উঠাবে না। প্রথম শব্দটি হচ্ছে চমচম। (শিক্ষার্থীরা হাত উঠাবে)। আরেকটি শব্দ হচ্ছে সাগর। (শিক্ষার্থীরা হাত উঠাবে না) শিক্ষক একইভাবে চড়ুই, ফল, চতুর শব্দ দিয়ে হাত উঠানোর খেলা খেলাবেন।
শিক্ষক:		আজ আমরা যে ধ্বনিটি শিখলাম সেটি কী?
শিক্ষার্থী:		/চ/

ধ্বনির মিলকরণ শিখন শেখানো প্রক্রিয়া

শিক্ষক	:	এখন আমরা ধ্বনি মিলিয়ে কীভাবে শব্দ তৈরি করতে হয় তা দেখব। আমি কিছু ধ্বনি বলছি। এগুলো মিলে কীভাবে শব্দ তৈরি হয়, তোমরা শোনো। /চ/ /ক/- চক। (এজন্য শিক্ষক তার ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতে একেকটি ধ্বনির জন্য একেকটি ভাগ দেখাবেন। আর শব্দটি বলার সময় দুইটি ভাগকে একত্রে মেশানোর ভঙ্গি করবেন। এভাবে শিক্ষক ২-৩ বার করবেন)। এবার আমরা একসঙ্গে এই কাজটি করব।
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী	:	শিক্ষক ও শিক্ষার্থী: /চ/ /ক/- চক। (শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়েই ধাপ১-এর মত হাত দিয়ে ধ্বনি মিলকরণের কাজটি করবে।)
শিক্ষক	:	এখন তোমরা এই কাজটি নিজেরা করবে।
শিক্ষার্থী	:	/চ/ /ক/- চক। (শিক্ষক ধাপ ১, ২ ও ৩ অনুসরণ করে চশমা শব্দটির ধ্বনি মিলকরণের কাজ করাবেন।)

ধ্বনি বিভক্তিকরণ শিখন শেখানো প্রক্রিয়া

শিক্ষক	:	আমরা আগেই কতগুলো ধ্বনি/শব্দাংশ মিলিয়ে শব্দ তৈরি করতে শিখেছি। আমি আজকেও কিছু ধ্বনি/শব্দাংশ বলছি। এগুলো মিলে কীভাবে শব্দ তৈরি হয়, তোমরা শোন।
শিক্ষক	:	/ক/ /ল/ /ম/ - কলম। (এজন্য শিক্ষক তার ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতে একেকটি ধ্বনির জন্য একেকটি ভাগ দেখাবেন। আর শব্দটি বলার সময় তিনটি ভাগকে একত্রে মেশানোর ভঙ্গি করবেন। এভাবে শিক্ষক ২-৩ বার করবেন)।
শিক্ষক	:	একইভাবে আমরা **বই** শব্দটিকে বিভক্তি করা শিখব। **বই** শব্দটির মধ্যে কী কী ধ্বনি আছে?
শিক্ষক	:	বই- /ব/ /ই/। এখানে **বই** শব্দটিতে দুটি ধ্বনি আছে। প্রথম ধ্বনিটি /ব/ ও পরের ধ্বনিটি হলো /ই/। (এজন্য শিক্ষক তার ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতে শব্দটি দেখাবেন, তারপর একেকটি ধ্বনির জন্য একেকটি ভাগ দেখাবেন)। এবার আমরা একসঙ্গে এই কাজটি করবো।
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী	:	বই - /ব/ /ই/। (শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়েই ধাপ-১ এর মত হাত দিয়ে শব্দ বিভক্তিকরণের কাজটি করবে।)
শিক্ষক	:	এখন তোমরা এই কাজটি নিজেরা করবে।
শিক্ষার্থী	:	বই- /ব/ /ই/। (শিক্ষক ধাপ **১**, ২ ও ৩ অনুসরণ করে **গরম** শব্দ দিয়ে শব্দের ধ্বনি বিভক্তিকরণের কাজ করবেন।)

অধিবেশন : ০৭	শিরোনাম : বর্ণজ্ঞান

শিখনফল :

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

ক. বর্ণজ্ঞান কী তা বলতে পারবেন।

খ. শিখন শেখানো কার্যক্রমে বর্ণজ্ঞানের ধারণা প্রয়োগ করতে পারবেন।

সময় : ১.৩০ ঘণ্টা

পদ্ধতি ও কৌশল : দলগত কাজ, আলোচনা।

সহায়ক তথ্য : ০৭ বর্ণজ্ঞান

অংশ ক

বর্ণজ্ঞান প্রয়োজন কেন?

- বর্ণজ্ঞানের জন্য শিক্ষার্থীকে পড়তে ও লিখতে সহায়তা করে। যখন শিক্ষার্থীরা বর্ণের ধ্বনি এবং ধ্বনির লিখিত রূপ শিখে ফেলে, তখন তারা এই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে অপরিচিত শব্দ পড়তে ও লিখতে পারে।
- শব্দের ধ্বনি চিহ্নিত করার জন্য উক্ত ধ্বনির লিখিত রূপ বা বর্ণ জানা প্রয়োজন। তাই শব্দের প্রতিটি ধ্বনির লিখিত রূপ বা বর্ণ দেখতে কেমন, তা শেখানোই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।
- বর্ণজ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যারা শব্দকে ভাঙতে পারে, তারা শব্দকে কীভাবে পড়তে হয় তা দ্রুত আয়ত্ত করতে পারে।
- বর্ণজ্ঞান অনুশীলনে শিক্ষার্থীকে শব্দের অন্তর্গত বর্ণের ধ্বনি মিল করে পড়তে ও লিখতে সহায়তা করে।
- বর্ণজ্ঞান অনুশীলনে শিক্ষার্থীর সঠিক বানান করার ক্ষেত্রেও সহায়তা করে।

বর্ণজ্ঞানের কাজঃ

▪ বর্ণ চিহ্নিতকরণ ▪ বর্ণ লেখা ▪ বর্ণের সঙ্গে ছবির মিলকরণ ▪ বর্ণ ও কারচিহ্নের মিলকরণ	▪ বর্ণ বা শব্দাংশ মিলিয়ে শব্দ তৈরি ও পড়া ▪ শ্রুতি লিখন ▪ বাক্য বা ডিকোডেবল অনুচ্ছেদ পঠন

অংশ খ

বর্ণ চিহ্নিতকরণ

বর্ণ চিহ্নিতকরণ বলতে বর্ণের লিখিত রূপের সঙ্গে এর ধ্বনির মিলকরণের দক্ষতাকে বোঝায়। বর্ণ চিহ্নিতকরণ অনুশীলনেরফলে নির্দিষ্ট বর্ণের লিখিতরূপ কেমন হবে শিক্ষার্থীরা তা শনাক্ত করতে পারে।

বর্ণ চিহ্নিতকরণ শিখন শেখানো প্রক্রিয়া

'চ' বর্ণ শিখন শেখানো প্রক্রিয়া
ধাপ-১ : শিক্ষক
আজ আমরা যে বর্ণটি শিখব, তা হচ্ছে 'চ' (শিক্ষক বর্ণ কার্ডটি দেখাবেন)। এতক্ষণ আমরা যে / চ/ ধ্বনি শিখলাম, তার লিখিত রূপ এরকম। এই বর্ণটি হলো 'চ'।
ধাপ-২ : শিক্ষক-শিক্ষার্থী
এবার আমরা একসঙ্গে বর্ণটি বলব (শিক্ষক বর্ণ কার্ডটি দেখাবেন) শিক্ষক ও শিক্ষার্থী : চ।
ধাপ-৩ : শিক্ষার্থী
এবার তোমরা এই বর্ণটি বলবে। (শিক্ষক 'চ' বর্ণের কার্ড দেখাবেন।)
শিক্ষার্থী : চ।
এবার তোমরা 'আমার বাংলা বই'-এর ২৩ নং পৃষ্ঠার প্রথম ছবিটি দেখ।
এটা কীসের ছবি? (শিক্ষক পাশের ছবিটি নির্দেশ করবেন)
শিক্ষার্থী: চশমা। (শিক্ষার্থীরা ছবি দেখে নাম বলবে)
শিক্ষক : চশমা এর প্রথম বর্ণ কী?
শিক্ষার্থী : চ।

বর্ণ লেখা (Letter Writing) : পড়া হচ্ছে লিখিত বর্ণ ও শব্দকে ধ্বনিতে রূপান্তর করা এবং লেখা হচ্ছে ধ্বনিকে বর্ণ ও শব্দে পরিবর্তন করা। লেখা শিক্ষার্থীর শিখন স্থায়ী হতে সহায়তা করে এবং বার বার লেখার ফলে শিক্ষার্থী বর্ণটি সঠিক আকৃতিতে সুন্দরভাবে লিখতে শিখে।

বর্ণ লেখা শেখানোর শিখন শেখানো প্রক্রিয়া:

শ্রেণিকক্ষে বর্ণ লেখা শেখানোর কাজটি ৩ ধাপে করা হয়:
ধাপ-১ : শিক্ষক
এখন আমি তোমাদের 'চ' বর্ণ কীভাবে লিখতে হয় তা দেখাব। (শিক্ষক চ বর্ণ লেখার নির্দেশনা অনুসরণ করে বোর্ডে বর্ণটি লিখবেন। লেখার সময় তিনি মুখে মুখে বর্ণ লেখার নির্দেশনা ও বর্ণের ধ্বনিটি উচ্চারণ করে লিখবেন)। এই বর্ণটি হচ্ছে **চ**
ধাপ-২ : শিক্ষক-শিক্ষার্থী
এবার আমরা একসঙ্গে 'চ' বর্ণটি লেখার চর্চা করব। তোমরা তোমাদের পাঠ্যবইয়ের/ওয়ার্কবুকের **চ** লেখা পৃষ্ঠাটি বের কর। এখানে **চ** বর্ণটি লেখা আছে। পাশে **চ** বর্ণ লেখার দিক নির্দেশনা দেয়া আছে। আমি বোর্ডে আবার দিক নির্দেশনা অনুসরণ করে বর্ণটি লেখা দেখাব। তোমরাও আমার সঙ্গেসঙ্গে নির্দেশনাযুক্ত বর্ণটির উপর আঙুল ঘোরাবে এবং বর্ণটির উচ্চারণ বলবে।
ধাপ-৩ : শিক্ষার্থী
এবার তোমরা তোমাদের খাতায় 'চ' বর্ণটি ৫ বার লেখ। লেখার সময় বর্ণটি মুখে মুখে বলবে। (শিক্ষক ৪-৫ জন শিক্ষার্থীর লেখা দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

বর্ণ ও কারচিহ্নের মিলকরণ (CV Blending)

বর্ণের সঙ্গে কারচিহ্নের মিলকরণ কাজে বর্ণ ও কার-চিহ্ন মিলিয়ে যে শব্দাংশ তৈরি হয় তা পড়ার চর্চা করা হয়, যা শিক্ষার্থীকে শব্দ তৈরি করতে সহায়তা করে। বর্ণের সঙ্গে কারচিহ্নের মিলকরণের এই চর্চা শিক্ষার্থীকে অজানা শব্দ পড়তে সহায়তা করে। বর্ণ ও কারচিহ্নের মিলকরণের কাজটি তিন ধাপে করা হয়।

বর্ণ ও কার-চিহ্ন মিলকরণ শিখন শেখানো প্রক্রিয়াঃ

ধাপ-১ : শিক্ষক

শিক্ষক নিম্নের ছকের মতো করে একটি ছক বোর্ডে আঁকবেন।

০	ক	খ	গ	ঘ	চ	ছ	জ	ঝ
া	কা	খা	গা	ঘা	চা	ছা	জা	ঝা
ি	কি	খি	গি	ঘি	চি	ছি	জি	ঝি
ী	কী	খী	গী	গী	চী	ছী	জী	ঝী
ু	কু	খু	গু	ঘু	চু	ছু	জু	ঝু
ে	কে	খে	গে	ঘে	চে	ছে	জে	ঝে

প্রথমে শিক্ষক কার-চিহ্নটি বর্ণের কোথায় বসে তা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন।

শিক্ষক : এখন আমরা দেখব বর্ণের সঙ্গে কার-চিহ্ন মিলিয়ে কীভাবে পড়তে হয় - (শিক্ষক বোর্ডে আঁকা ছক থেকে 'ক' এবং আ-কার মিলিয়ে পড়বেন এবং নির্দিষ্ট ঘরে লিখবেন। পড়ার সময় বর্ণ ও কার-চিহ্নের ওপর আঙুল দিয়ে নির্দেশ করবেন এবং দ্রুত পড়বেন।) শিক্ষক : ক া - কা

ধাপ-২ : শিক্ষক

এবার আমরা একসঙ্গে পড়ব। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী : ক া - কা

ধাপ-৩ : শিক্ষক-শিক্ষার্থী

এবার তোমরা পড়বে। শিক্ষার্থী : ক া - কা। এরপর শিক্ষক ধাপ ২ ও ৩ অনুসরণ করে বোর্ডে আঁকা ছক থেকে 'ক' এবং 'ি' (ই-কার) মিলিয়ে পড়াবেন। (সবশেষে, শিক্ষক বারাক্ষরিক চার্ট থেকে পূর্বে শেখা বর্ণ ও কার-চিহ্ন মিলিয়ে পড়াবেন।)

বর্ণ বা শব্দাংশ মিলিয়ে শব্দ তৈরি

শব্দ পড়া হচ্ছে বর্ণ বা শব্দাংশ মিলিয়ে শব্দ তৈরি করতে পারা। প্রতিটি শব্দের মধ্যে এক বা একাধিক বর্ণ বা শব্দাংশ থাকে। আমরা যখন শব্দ পড়ি তখন এসকল বর্ণ বা শব্দাংশ মিলিয়ে একসঙ্গে উচ্চারণ করে পড়ি। বর্ণ বা শব্দাংশ মিলিয়ে পড়ার দক্ষতা শিক্ষার্থীকে অজানা শব্দ পড়তে সহায়তা করে।বর্ণ/শব্দাংশ মিলিয়ে শব্দ তৈরির এ কাজটি তিন ধাপে করা হয়।

বর্ণ বা শব্দাংশ মিলিয়ে শব্দ তৈরি ও পড়ার শিখন- শেখানো প্রক্রিয়া

ধাপ-১ : শিক্ষক

এবার আমরা বর্ণ ও শব্দাংশ মিলিয়ে পড়ব। (শিক্ষক বোর্ডে আট=আট লিখবেন এবং শব্দের নিচে আঙুল রেখে

পড়বেন) শিক্ষক: আমি পড়ছি তোমরা দেখ, আট (শিক্ষক আঙুল নির্দেশ করে শব্দের অংশ উচ্চারণ করবেন ও শেষে শব্দটি উচ্চারণ করবেন)
ধাপ-২ : শিক্ষক-শিক্ষার্থী
শিক্ষক : এবার আমরা একসঙ্গে কাজটি করব। মনে রাখবে, আমি যে অংশে আঙুল নির্দেশ করব তোমরা সেই অংশটুকু উচ্চারণ করবে এবং শেষে শব্দটি উচ্চারণ করবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী: আট
ধাপ-৩: শিক্ষার্থী
এখন তোমরা এই কাজটি নিজেরা করবে। শিক্ষক : আমি আঙুলে নির্দেশ করব তোমরা বলবে। শিক্ষার্থী: আট
(এখন শিক্ষক একইভাবে অনুরূপ শব্দগুলো বোর্ডে লিখে ধাপ-২ ও ৩ অনুসরণ করে পড়াবেন।)

শ্রুতিলিখন

কোন কিছু শুনে লেখাকে শ্রুতিলিখন বলে। শ্রুতিলিখনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ধ্বনির সঙ্গেনির্দিষ্ট বর্ণের লিখিতরূপ প্রকাশ করার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। শ্রুতিলিখনের অনুশীলন শিক্ষার্থীদের সঠিক বানান করতে সহায়তা করে।শ্রুতিলিখনশিখন শেখানো কাজটি ২ ধাপে করা হয়।

ধাপ-১ : শিক্ষক কাজটি আগে নিজে করে দেখান।

ধাপ-২ : শিক্ষক মুখে বর্ণ বা শব্দাংশ বা শব্দ বলবেন শিক্ষার্থীরা শুনে নিজে নিজে খাতায় বর্ণ বা শব্দাংশ বা শব্দ লিখবে।

শুনি ও লিখি শিখন শেখানো প্রক্রিয়া

ধাপ-১ : শিক্ষক
এবার আমরা শুনে শুনে লেখার কাজ করব। আমি একটি করে দেখাচ্ছি। প্রথমে লিখব ট। (শিক্ষক মুখে ট বলবেন এবং বোর্ডে ট লিখবেন)।
ধাপ-২ : শিক্ষক-শিক্ষার্থী
এখন আমি আরো কিছু বর্ণ, চিহ্ন ও শব্দ বলব। তোমরা তোমাদের খাতায় লিখবে। (শিক্ষক ধীরে ধীরে একটি একটি করে বর্ণ, চিহ্ন ও শব্দ বলবেন এবং শিক্ষার্থীরা তাদের খাতায় লিখবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের লেখা দেখবেন, প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। বর্ণ, চিহ্ন ও শব্দগুলো হলো- ট, ঘৃ, টাকা।

ডিকোডেবল অনুচ্ছেদ পঠন

শিক্ষার্থীদের জানা বর্ণ দিয়ে তৈরি শব্দ যোগে গঠিত অনুচ্ছেদকে ডিকোডেবল টেক্সট বলা হয়। এই অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত শব্দের সকল বর্ণ শিক্ষার্থীরা আগেই শিখে থাকে। তাই অনুচ্ছেদের সকল শব্দই শিক্ষার্থীরা পড়তে সক্ষম হয়। যেমন শিক্ষক যদি ক থেকে ঞ এবং আ-কার (া) চিহ্ন শেখান তাহলে ডিকোডেবল শব্দ হবে কাকা, খাই, আখ। আবার বাক্য হবে - এই কাকা। আখ খাই।

শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে ডিকোডেবল অনুচ্ছেদ পড়ার অনুশীলন করে বিধায় তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয় যা তাকে স্বাধীন পাঠক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে। বাক্য বা অনুচ্ছেদ পড়ার কাজটি দুই ধাপে করা হয়।

ধাপ-১: যেহেতু বাক্য বা অনুচ্ছেদটির সকল বর্ণ বা কার-চিহ্ন শিক্ষার্থীর আগে থেকে শেখা তাই প্রথমে শিক্ষার্থীরা নিজেরা অনুচ্ছেদটি পড়ার অনুশীলন করে।

ধাপ-২:এরপর অনুচ্ছেদটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী একসঙ্গে পড়ে অর্থাৎ প্রথমে শিক্ষক পড়ে এবং শিক্ষার্থীরাও শিক্ষকের সঙ্গেসঙ্গে পড়ে।

বাক্য বা অনুচ্ছেদ পঠনের শিখন শেখানো কৌশল

ধাপ-১ : শিক্ষার্থী

শিক্ষক : তোমরা ওয়ার্কবুক বা বোর্ডে দেওয়া অনুচ্ছেদটি আঙুলে নির্দেশ করে পড়। (শিক্ষক নির্দিষ্ট ৪/৫ জন শিক্ষার্থীর পড়া শুনবেন, প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।)

ধাপ-২ : শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী

শিক্ষক: এবার আমরা সবাই একসঙ্গে অনুচ্ছেদটি পড়ব। পড়ার সময় তোমরা ওয়ার্কবুক বা বোর্ডে লেখা অনুচ্ছেদটি অনুসরণ করবে। (শিক্ষক প্রথমে পড়বেন এবং তারপর সকল শিক্ষার্থী পড়বে।)

অধিবেশন : ৮ ও ৯	শিরোনাম : শব্দজ্ঞান, পঠন সাবলীলতা ও বোধগম্যতা

শিখনফল :

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

ক. পঠন সাবলীলতা অর্জনের কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন।
খ. শব্দজ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
গ. শিখন শেখানো কার্যক্রমে বোধগম্যতার কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন।
ঘ. শিখন শেখানো কার্যক্রমে শব্দজ্ঞান, পঠন সাবলীলতা ও বোধগম্যতার কৌশল অনুশীলন করতে পারবেন।

সময় : ৩.০০ ঘণ্টা

পদ্ধতি ও কৌশল : শব্দ ধাঁধা, দলগত কাজ, উপস্থাপন।

সহায়ক তথ্য : ০৮ শব্দজ্ঞান, পঠন সাবলীলতা ও বোধগম্যতা

অংশ ক

পঠন সাবলীলতা

পঠন সাবলীলতা হলো কোনো একটি পাঠ বা পাঠ্যাংশ নির্দিষ্ট গতিতে, সঠিক উচ্চারণে এবং যতি-চিহ্ন অনুসরণ করে অভিব্যক্তির মাধ্যমে পড়তে পারার দক্ষতা।অর্থাৎ কোনো শব্দ বা বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে, সঠিক উচ্চারণে ও যতি-চিহ্ন মেনে সঠিক স্বরভঙ্গি বজায় রেখে পড়তে পারার দক্ষতাই পঠন সাবলীলতা।পড়ার দুটো অংশ আছে।একটি হলো শব্দকে ডিকোড করতে পারা এবং আরেকটি হলো ডিকোডকৃত শব্দের অর্থ বুঝতে পারা।

সাবলীল পাঠক

- অর্থ শনাক্ত করে বাধাহীনভাবে পড়ে
- একটা নির্দিষ্ট মান গতি বজায় রেখে পড়ে
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বরভঙ্গি বজায় রেখে পড়তে পারে এবং মনে হয় যে পড়ে অর্থ বুঝতে পারছে
- বিরাম চিহ্নের ব্যবহার করে পড়তে পারে এবং তার অর্থ বুঝতে পারে
- নিজে নিজে ভুল সংশোধন করেও পড়তে পারে।

যতি-চিহ্ন ব্যবহারের নিয়ম

সমস্বরেপড়ার সময় কোথাও তাড়াতাড়ি, কোথাও আস্তে, কোথাও জোর দিয়ে, কোথাও আবার একটু থেমে, শ্বাসাঘাত ওস্বরভঙ্গিঅনুসরণ করে অর্থাৎ সঠিক যতি-চিহ্নের ব্যবহার জেনেপড়তে হয়।
দাঁড়ি (।) : বাক্যের শেষে দাঁড়ি দিতে হয়। দাঁড়ি দিলে বাক্য শেষ হয়েছে বোঝা যায়।
কমা (,) : বাক্যে বিরতি বুঝাতে ও বাক্যের বিভিন্ন বিষয়কে আলাদা করতে কমা ব্যবহার করা হয়।
প্রশ্ন (?) : কোনো কিছু সম্পর্কে জানতে চাওয়া বোঝাতে বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসে।

পঠন সাবলীলতা শিখন শেখানো প্রক্রিয়া

পাঠের বা গল্পের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদের বলবেন, আমি এই গল্পটি তোমাদের পড়ে শোনাব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে।
শিক্ষক সঠিক গতি, শুদ্ধ উচ্চারণ এবং যতি-চিহ্ন অনুসরণ করে অভিব্যক্তির মাধ্যমে গল্পটি পড়বেন।পড়ার ফাঁকে ফাঁকে যেখানে প্রয়োজন সহজ বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করবেন।
শিক্ষক: এরপর তোমরা আমার সঙ্গে পড়বে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে ঐ দিনের পাঠের জন্য গল্পের নির্ধারিত অংশটুকু কয়েকবার (তিন/চারবার) পড়বেন। শিক্ষক একসঙ্গে দুই লাইন করে পড়বেন এবং তারপর সকল শিক্ষার্থী পড়বে। এ সময় শিক্ষক খেয়াল রাখবেন, শিক্ষার্থীরা তাদের বইয়ে শব্দের নিচে আঙুল নির্দেশ করে সঠিক উচ্চারণে পড়ছে কিনা। এরপর এককভাবে সবাইকে নিজ নিজ পাঠ্য বইয়ে পাঠ বা গল্পটি পড়তে বলবেন।

নির্ধারিত সময় শেষে শিক্ষক চার/পাঁচজন শিক্ষার্থীর তাদের কাছে যাবেন, তাদের পড়া শুনবেন, প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। অন্য শিশুরা মনোযোগ সহকারে শুনবে ও শব্দে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে পড়া অনুসরণ করবে।

অংশ খ

শব্দজ্ঞান

পড়ার পাঁচটি মৌলিক উপাদানের মধ্যে একটি অন্যতম উপাদান হলো শব্দজ্ঞান। কোনো শব্দ চিনে ও অর্থ বুঝে বাক্যে ব্যবহার করতে পারাই হলো শব্দজ্ঞান। শব্দজ্ঞান বাক্যের অর্থ বুঝতে সহায়তা করে। বিদ্যালয়ে আসার আগেই শিক্ষার্থীরা তাদের চারপাশের পরিবেশ থেকে অনেক নতুন নতুন শব্দ শিখে আসে। কিন্তু শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের পাঠ্যবইয়ে এমন কিছু নতুন শব্দের সঙ্গে পরিচিত হয় যার অর্থ না জানা থাকলে বাক্য বা অনুচ্ছেদ পড়ে বুঝতে পারে না এবং এ-সকল নতুন শব্দ শিক্ষার্থীকে পরিকল্পিতভাবে শেখাতে হয়। শব্দজ্ঞানের জন্য সেই সকল শব্দ নির্বাচন করা হয় যা একজন শিক্ষার্থীর বর্তমান বা নিকট ভবিষ্যতের পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু পড়ে বোঝার জন্য তার অর্থ জানা প্রয়োজন।

শব্দজ্ঞান শিখন শেখানো প্রক্রিয়া

শিক্ষক : এখন আমরা আজকের পড়া গল্পটি থেকে দুটি নতুন শব্দ শিখব। প্রথম শব্দটি হল -**নীল**। **নীল**একটি রঙের নাম (ছবি থাকলে দেখাবেন)।

শিক্ষক : আমি নীল শব্দটি দিয়ে একটি বাক্য বলছি, আকাশের রং নীল।

শিক্ষক: এবার তোমরা জোড়ায় আলোচনা করে নীল শব্দ দিয়ে আরেকটি বাক্য বলো। যদি পারো শব্দটি দিয়ে আরও নতুন নতুন বাক্য তৈরি কর।

(শিক্ষার্থীদের কাছে গিয়ে শিক্ষক বাক্যগুলো শুনবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষে ২/৩ জন শিক্ষার্থী সকলের উদ্দেশ্যে তাদের বাক্যগুলো বলবে। একইভাবে **জাতীয়** শব্দটি দিয়ে বাক্য তৈরি করা শিখাবেন)

অংশ গ

বোধগম্যতা

'বোধগম্যতা' হলো কোনো কিছু পড়ে বুঝতে পারা। পড়ার আসল উদ্দেশ্য হলো পঠিত বিষয়ের অর্থ উদ্ধার করা বা বোঝা।পড়ার দুইটি অংশ থাকে। **সাংকেতিক চিহ্নগুলোকে বর্ণ হিসেবে চিনতে পারার মাধ্যমে শব্দগুলো উচ্চারণ করতে পারাই বলে পাঠোদ্ধার (Decoding) এবং পুরো লেখাটির অর্থ উদ্ধারের মাধ্যমে বুঝতে পারাই হলো বোধগম্যতা (Understanding)**। এই দুইটি অংশের মধ্যে বোধগম্যতাই হচ্ছে পড়ার মূল উদ্দেশ্য। যে-সকল শিক্ষার্থী বুঝে পড়তে পারে তারা পড়ে যেমন আনন্দ পায় তেমনি সেই পঠিত অনুচ্ছেদ থেকে যে কোনো ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে।শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতার জন্য শ্রেণিকক্ষে যে দুটি কাজ করা হয় তা হলো-

১. পূর্বানুমান
২. প্রশ্নোত্তর

পূর্বানুমান

পূর্বানুমান যাচাইয়ে জন্য শিক্ষক প্রথমে পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি দেখিয়ে পাঠটি কী নিয়ে হতে পারে তা নিয়ে অনুমানভিত্তিক কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। শিক্ষক সঠিক গতি, অভিব্যক্তি, স্বরের উঠানামা, শুদ্ধ উচ্চারণের সঙ্গে গল্পটি শিক্ষার্থীদের পড়ে শোনাবেন। পড়া শেষে শিক্ষক ২-৩ জন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে শুনবেন তাদের পূর্বানুমান সঠিক ছিল কি না।

প্রশ্নোত্তর

বোধগম্যতার প্রশ্নোত্তরের কাজটি ৩ ধাপে করা হয়-

ধাপ-১ আমি করি : শিক্ষক প্রথম প্রশ্নটির উত্তর কীভাবে খুঁজে বের করতে হয় তা নিজে করে দেখান।
ধাপ-২ আমরা করি : শিক্ষক ও শিক্ষার্থী একসঙ্গে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটি খুঁজে বের করে
ধাপ-৩ তুমি কর : শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরটি খুঁজে বের করার অনুশীলনাকরে।

এভাবে শিক্ষক শিক্ষাথীদের অনুমান করতে দিয়ে, প্রশ্ন-উত্তর প্রদানের মাধ্যমে বোধগম্যতা শেখাবেন। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তর দক্ষতা শেখানো যেতে পারে-

আক্ষরিক বোধগম্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন-

যে প্রশ্নগুলোর উত্তর সরাসরি পাঠে দেয়া আছে। শিক্ষার্থী পাঠে দেওয়া তথ্যগুলো মনে করে উত্তর দিতে পারে। যেমন-

- কে - কোনো প্রশ্ন কে দিয়ে হলে উত্তরটি হবে কোনো ব্যাক্তির বা চরিত্রের নাম।
- কী - কোনো প্রশ্ন কী দিয়ে হলে উত্তরটি হবে কোনো ঘটনা বা বস্তুর নাম।
- কোথায় - কোনো প্রশ্ন কোথায় দিয়ে হলে উত্তরটি হবে কোনো জায়গার নাম।
- কখন - কোনো প্রশ্ন কখন দিয়ে হলে উত্তরটি হবে কোনো সময়ের।
- কীভাবে - কীভাবে দিয়ে প্রশ্ন হলে উত্তরটি হবে কোনো ঘটনা বা বিষয় ঘটার প্রক্রিয়া যেভাবে ঘটেছে তা।

অনুমানসিদ্ধ বোধগম্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন-

- অনুমানভিত্তিক প্রশ্ন - পাঠে সরাসরি উত্তর দেওয়া নেই। কিন্তু সংকেত বা উত্তর কী হতে পারে তা জানা যায়। পাঠের সেই সংকেত বা ঘটনার পরম্পরা বিবেচনায় শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। যেমন: বাঘ রাখালকে নিয়ে কোথায় গেল?

মূল্যায়নধর্মী বোধগম্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন -

- মূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন- ঘটনার মূল্যায়ন করতে বা পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে এই ধরনের প্রশ্ন করা হয়। যেমন- কে বেশি ভালো? লোভী কাঠুরে জলপরির কাছ থেকে কী শিক্ষা পেল?

অংশ ঘ

আমাদের দেশ

আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ। এ দেশে অনেক নদী আছে। নদী বয়ে চলে। পাখিরা গান গায়। গাছে গাছে ফুল ফোটে। এ দেশের আকাশ নীল। আকাশে উড়ে বেড়ায় সাদা মেঘ। রাতে চাঁদ ওঠে। কত ভালো লাগে। এ দেশের পাহাড় সবুজ। তেমনি সবুজ ফসলের মাঠ। মাঠে মাঠে ধান হয়। খালের জলে ভেসে বেড়ায় মাছ। ভোর বেলায় শিস দেয় দোয়েল। দোয়েল আমাদের জাতীয় পাখি। কী সুন্দর আমাদের এই দেশ।

শিক্ষক : এখন আমরা দেখব, পড়ার আগে গল্পটির ছবি দেখে তোমরা যা বলেছিলে, তার সঙ্গে গল্পটি মিলল কি না। (শিক্ষক ২-৩ জন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে শুনবেন তাদের পূর্বানুমান সঠিক ছিল কি না)।

শিক্ষক : এখন আমরা আজকের পড়া গল্পটি থেকে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করব। আমার প্রথম প্রশ্ন হলো, **পাখিরা কি গান গায়?** এর উত্তর **হ্যাঁ** অথবা **না** হতে পারে।

শিক্ষক : আমি গল্পটি আবার পড়ব এবং উত্তর খুঁজে বের করব। যেখানে উত্তর আসবে সেখানে আমি হাত ওঠাব। (শিক্ষক গল্পটি আবার পড়বেন এবং **পাখিরা গান গায়**পর্যন্ত পড়ে থামবেন এবং হাত ওঠাবেন।)

শিক্ষক : দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর আমরা একসঙ্গে খুঁজে বের করব। দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলো। **ভোর বেলায় শিস দেয় কে?** এর উত্তর কীহবে, তা আমরা খুঁজে বের করব।

আমি গল্পটি আবার পড়ছি। যেখানে উত্তর আসবে সেখানে আমরা হাত উঠাব। **(ভোর বেলায় শিস দেয় দোয়েল**পর্যন্ত পড়ে শিক্ষক থামবেন এবং হাত ওঠাবেন; তিনি দেখবেন কতজন শিক্ষার্থী হাত উঠিয়েছে)

শিক্ষক : এখানে আমরা পেলাম-**ভোর বেলায় শিস দেয় দোয়েল ।**

শিক্ষক : তাহলে ভোর বেলায় শিস দেয় কে?

শিক্ষার্থী : ভোর বেলায় শিস দেয় দোয়েল ।

শিক্ষক : এবার তোমরা তৃতীয় প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে বের করবে। প্রশ্নটি হলো,**আমাদের জাতীয় পাখির নাম কী?** এর উত্তর **কী** হবে, তা তোমরা খুঁজে বের করবে।

(পাঠ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ভাষিক কাজও একইভাবে শিক্ষক করাবেন)

অধিবেশন : ১০	শিরোনাম : ছবি পড়া ও ছবির পাঠ

শিখনফল :

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষাণার্থীগণ-

ক. ছবি পাঠের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

খ. ছবির পাঠ শিখন শেখানো কৌশল অনুশীলন করতে পারবেন।

সময় : ১.৩০ ঘণ্টা

পদ্ধতি ও কৌশল : দলগত কাজ, মাইন্ড ম্যাপিং, আদর্শ পাঠ উপস্থাপন, আলোচনা।

সহায়ক তথ্য : ১০ ছবি পড়া ও ছবির পাঠ

অংশ ক

ছবির পাঠ শিখন শেখানো কৌশল

প্রাথমিক স্তরে ছবির পাঠ বা পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে সংশ্লিষ্ট ছবির ব্যবহার একটি পরিচিত বিষয়। প্রথমথেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা বইগুলো ভালোভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে প্রায় প্রতিটি পাঠের সঙ্গেই ছবি রয়েছে। এর কোনোটি শুধুমাত্র ছবির পাঠ আবার কোনোটি পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবির ব্যবহার। প্রথমথেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত বইয়ে ছবির পাঠ বেশি, লেখার পরিমাণ কম। আর ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত বইয়ে লেখার পরিমাণ বেশি, ছবির পরিমাণ আস্তে আস্তে কমে গেছে। বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে ছবি কিংবা পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপিত হয়েছে যাতে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা পাঠের সঙ্গেসঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি দেখেও পাঠ বুঝতে পারে এবং পাঠটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অগ্রিম ধারণা পায়।

ছবির পাঠ শিখন শেখানো কৌশলের ক্ষেত্রে বিবেচ্য নীতিমালা:

- ছবির বিভিন্ন উপাদানের বিশ্লেষণ (যেমন, ছবিতে কী কী দেখা যাচ্ছে?)।
- ছবির চরিত্র, স্থান, কাল, পাত্র বিশ্লেষণ (যেমন, ছবিতে কী কী চরিত্র আছে? ছবিতে কে কী করছে? ছবির মানুষগুলো কী করছে? ছবির পশু-পাখি/জীব-জন্তুগুলো কী করছে? ছবিতে ফুল, ফল, শাক, সবজি, প্রভৃতি আর কী কী আছে? সেগুলো কোথায় কী অবস্থানে আছে? এদের, রং, আকার-আকৃতি কেমন?
- ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ছবি বিশ্লেষণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- ছবির বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে অংশগ্রহণকারীদের বাস্তব জীবনের মিল/যোগসূত্র কোথায়?
- ছবির স্থান, কাল, চরিত্র পাল্টিয়ে গল্প বলা।
- শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে অভিজ্ঞতা জানতে চাওয়া, অনুরূপ ঘটনা জানতে চাওয়া।
- ছবির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ অথবা সারমর্ম তুলে ধরা
- সংক্ষেপে ছবির একটি শিরোনাম দেওয়া

- ছবির সঙ্গে মিলিয়ে ছবি আঁকার কাজ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিশুকে অনুমানভিত্তিক প্রশ্ন করা, যেমন- এর পর কী হতে পারে, ছবির চরিত্র কী করতে পারে, প্রভৃতি।

ছবির পাঠ পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট

ক্রমিক	পর্যবেক্ষণের নির্দেশক	হ্যাঁ/না	কী করা প্রয়োজন ছিল?
১	ছবি দেখিয়ে কৌতূহল উদ্দীপক প্রশ্ন করেছেন		
২	ছবির উপাদান বিশ্লেষণ করেছেন		
৩	ছবির বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন		
৪	ছবির সঙ্গে বাস্তব জীবনের মিল করেছেন		
৫	ছবির সঙ্গে পাঠের মিল করেছেন		

অধিবেশন : ১১	শিরোনাম : লেখা শেখা

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. প্রাক-লিখনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

খ. লেখা শেখার ধাপগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

গ. পাঠ্যবইয়ের আলোকে লেখার ধরন পর্যালোচনাকরে গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সময় : ১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি ও কৌশল : আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, একক ও দলগত কাজ।

সহায়ক তথ্য : ১২ লেখা শেখা

অংশ গ

প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে লেখার কাজের ধরন

• বর্ণ লেখা • দাগ টেনে ছবি শব্দ মেলানো • ছবি দেখে শব্দ লেখা • কার-চিহ্ন লেখা • শূন্যস্থান পূরণ (শব্দ তৈরি) • শব্দজট • শূন্যস্থান পূরণ (বাক্য তৈরি) • যুক্তবর্ণ লেখা • যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা • শ্রুতলিপি (শব্দ) • শ্রুতলিপি (বাক্য)	• ছবি দেখে বাক্য লেখা (১-৩) • ধারাবাহিক ছবি দেখে বাক্য লেখা • শব্দ দিয়ে বাক্য লেখা • বাক্যাংশ মিলিয়ে লেখা • শূন্যস্থান পূরণ (অনুচ্ছেদ) • বিরাম চিহ্ন বসিয়ে লেখা • প্রশ্নোত্তর লেখা • ছকের কাজ/ছক পূরণ • ছড়া/কবিতা লেখা • বাক্য লেখা (বিষয়ভিত্তিক) • অনুচ্ছেদ লেখা (বিষয়ভিত্তিক) • রচনা লেখা (একাধিক অনুচ্ছেদ বিশিষ্ট)

অধিবেশন : ১২	শিরোনাম : লেখা শেখানোর কৌশল অনুশীলন

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. লখা শেখানোর বিভিন্ন কাজের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।

খ. লেখা শেখানোর কৌশলগুলো অনুশীলন করতে পারবেন।

সময় : ১.১৫ ঘন্টা

পদ্ধতি ও কৌশল : আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, একক ও দলগত কাজ।

সহায়ক তথ্য : ১২ লেখা শেখানোর কৌশল অনুশীলন

অংশ ক

লেখা শেখার পর্যায়

ক. বর্ণ লেখা

খ. শব্দ লেখা

গ. বাক্য লেখা

ঘ. অনুচ্ছেদ লেখা

লেখা শেখার প্রতিটি পর্যায়ে করণীয়

ক্রমিক	লেখার শেখার পর্যায়	শিক্ষক কী শেখাবেন	কীভাবে শিখন যাচাই করবেন
১	বর্ণ লেখা	আকার, প্রবাহ, মাত্রা ঠিক রেখে বর্ণ টিহ্ন লিখতে দেওয়া	শ্রুতিলিপি (বর্ণ), আগের বা পরের বর্ণ লিখতে দিয়ে
২	শব্দ লেখা	শব্দ মধ্যস্থিত সকল বর্ণের সমশির, সমপদ, দূরত্ব ঠিক রেখে শব্দ লিখতে দেওয়া	শ্রুতিলিপি (শব্দ), ছবি দেখে শব্দ লিখতে দিয়ে
৩	বাক্য লেখা	বাক্য মধ্যস্থিত সকল শব্দে দূরত্ব ঠিক রেখে এবং সঠিক যতি-চিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে দেওয়া	শ্রুতিলিপি (বাক্য), ছবি দেখে বাক্য লেখা, শব্দ দিয়ে বাক্য লিখতে দিয়ে
৪	অনুচ্ছেদ লেখা	ছবি দেখে বা নির্ধারিত বিষয়ের ওপর অনুচ্ছেদ লিখতে দেওয়া	ছবি দেখে বা নির্ধারিত বিষয়ের ওপর অনুচ্ছেদ লিখতে দিয়ে

অংশ খ

লেখা শেখার কৌশল

১. **নিয়ন্ত্রিত লেখা**- নিয়ন্ত্রিত লিখন এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ লেখাটি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যেমন–একটি শব্দ বা বাক্য লিখতে দিয়ে তা অনুশীলন করানো, কতকগুলো নির্দিষ্ট শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করতে দেওয়া, কতকগুলো সুনির্দিষ্ট তথ্য জানার জন্য কতকগুলো প্রশ্নোত্তর লিখতে দেওয়া, এলোমেলো শব্দ/বাক্য সাজিয়ে লিখতে দেওয়া, হাতের লেখা ইত্যাদি। এটা বর্ণের গঠন, শব্দ ও বাক্যের কাঠামো ও বানানের শুদ্ধতা আনয়নে সহায়তা করে।

শিক্ষকের করণীয় : যখন শিক্ষার্থীদের বর্ণ শেখা হলেতারা শব্দ ও সহজ বাক্য লিখতেশেখে। প্রথম দিকে নিয়ন্ত্রিত অনুশীলনের জন্য প্রতিলিপিকরণ (দেখে দেখে লেখা বা অনুকরণ করে লেখা) একটি ভালো কৌশল। কেননা শিশুরা অনুকরণপ্রবণ। শ্রুতিলিপিও একটি কৌশল তবে এক্ষেত্রে সঠিক উচ্চারণের ওপর দৃষ্টি রাখতে হবে এবং শব্দ লিখতে গিয়ে শব্দের মাঝখানে ফাঁক দিচ্ছে কি না তা দেখতে হবে।

২. **নির্দেশিত লেখা** - এরূপ লিখনে শিক্ষার্থীকে কিছু সূত্র দিয়ে দেওয়া হয়, যেন সূত্র ধরে কিছু লিখতে পারে। যেমন–বাক্য সম্পূর্ণকরা, ছবি দেখে বর্ণনা করা, নির্দিষ্ট বাক্যকাঠামো ব্যবহার করে অনেকগুলো বাক্য তৈরি করা, কোনো প্রশ্ন ঘুরিয়ে করা ইত্যাদি। এরূপ লিখনের সাহায্যে সাধারণত কিছু তথ্য সরবরাহ করা হয়। কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয় বিধায় এরূপ লিখনকে নির্দেশিত লিখন বলে।

শিক্ষকের করণীয় : শব্দজট থেকে শব্দ তৈরির ক্ষেত্রে বর্ণগুলোকে এলোমেলো করে দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের সেটিকে সাজিয়ে লিখতে বলতে হবে। শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের বর্ণ বা শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে দিতে পারেন।একইভাবে বাক্যস্থিত শব্দের স্থান ফাঁকা রেখে বাক্য সম্পূর্ণ করতে দেওয়া যায়। আবারবাক্যস্থিত শব্দগুলোকে এলোমেলো করে উপস্থাপন করেশিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে সাজিয়ে বাক্য তৈরি করতে বলা যায়।

৩. **মুক্ত-চিন্তার লেখা** - কোনো একটি বিষয় বা বস্তুর উপর শিক্ষার্থী নিজের মতো করে মনের ভাব গুছিয়ে লিখবে। শিক্ষক শুধুলেখার সূত্র ধরিয়েদেবেন (কোনো বিষয়ের ওপর উপর লেখা)। এতে শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীলতা বিকাশ লাভ করে। অনুচ্ছেদ লিখন, চিঠি লিখন, গল্প লিখন, রচনা লিখন, কোনো কিছুর বর্ণনা, ব্যাখ্যাকরণ, তুলনাকরণ, বিশ্লেষণ ইত্যাদি এরূপ লেখার উদাহরণ।

শিক্ষকের করণীয় : বাংলা পাঠ্যপুস্তকে কোনো জায়গা থেকে একটি ছবি দেখিয়ে ছবিতে কী প্রকাশ করছে সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শব্দ বা বাক্য লিখতে বলা যায়। ফ্লো-চার্ট ব্যবহার করে ধারাবাহিক ঘটনা সম্পর্কে শিশুদের অভিজ্ঞতা লিখে প্রকাশ করতে দেওয়া যায়। সুসংগঠিত লিখনে সহায়তা করার জন্য শিক্ষককে কতিপয় কৌশল অবলম্বন করতে হয় যেমন- কোনো বিষয়ের মূল শব্দ লেখা, শব্দগুলোর পর্যায়ক্রম ঠিক করা, খসড়া অনুচ্ছেদ লিখতে বলা, লেখার উপর ফলাবর্তন দেওয়া (বানান, ভাষা, ধারণা, তথ্য ইত্যাদি); পুনরায় লেখা।শিশুর লেখার দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ধারাবাহিক অনুশীলন প্রয়োজন।

অধিবেশন : ১৩	শিরোনাম : বর্ণ শিখন শেখানো কৌশল

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. বর্ণ শিখন শেখানো কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন,

খ. বর্ণ শিখন শেখানো কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন।

সময় : ১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি ও কৌশল : আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, সিমুলেশন, ও দলগত কাজ।

সহায়ক তথ্য : ১৩ বর্ণ শিখন শেখানো কৌশল

অংশ ক

ভাষা শেখার পদ্ধতি

দল	তথ্যপত্র
১	**বাক্যক্রমিক পদ্ধতি** ✓ প্রথমে বাক্য পড়া, ✓ বাক্যের মধ্যস্থিত শব্দের অবস্থান নিরূপণ করে শব্দ পড়া ও উচ্চারণ অনুশীলন করা, ✓ শব্দের উচ্চারণ অনুযায়ী শব্দ ভেঙে বর্ণ শনাক্ত করা ও বর্ণ চিনে পড়া, ✓ শব্দে একই বর্ণের বিভিন্ন স্থানে অবস্থানের জন্য উচ্চারণের কী পার্থক্য হয় তা অনুশীলন করানো হয়। যেমন- কমলা, ময়ূর, বাদাম ইত্যাদি, ✓ লেখার জন্য প্রথমে বর্ণ, তারপর শব্দ ও শেষে বাক্য লেখানো।
২	**শব্দক্রমিক পদ্ধতি** **শব্দ পড়ানো** ✓ উচ্চারণ অনুযায়ী শব্দের অন্তর্গত বর্ণগুলোর অবস্থান জানা এবং তা পড়ানো, ✓ উচ্চারণ অনুযায়ী বর্ণ শনাক্ত করানো, ✓ শব্দে বর্ণের অবস্থান অনুযায়ী উচ্চারণ অনুশীলন করানো, ✓ শব্দ মিলিয়ে বাক্য পড়ানো, ✓ লেখার জন্য প্রথমে বর্ণ, তারপর শব্দ ও শেষে বাক্য লেখানো।
৩	**বর্ণক্রমিক পদ্ধতি** ✓ বর্ণক্রমিক পদ্ধতিতে প্রথমে শিক্ষার্থীদের বর্ণের মূলধ্বনি উচ্চারণে অভ্যস্ত করা হয়,

	✓ বর্ণ চিনে পড়তে বলা হয়, ✓ তারপর বর্ণের সঙ্গে কারচিহ্ন যুক্ত করে পড়ানো হয়, ✓ বর্ণের সঙ্গে বর্ণ যুক্ত করে শব্দের উচ্চারণ অনুশীলন করানো হয়, ✓ শব্দে একই বর্ণের বিভিন্ন স্থানে অবস্থানের জন্য উচ্চারণের কী পার্থক্য হয় তা অনুশীলন করানো হয়। যেমন- বল, খবর, আদাব ইত্যাদি, ✓ শব্দ সহযোগে বাক্য পঠন, ✓ লেখার ক্ষেত্রেও অনুরূপ ক্রম অনুসরণ।

অধিবেশন : ১৪ ও ১৫	শিরোনাম : ছড়া, কবিতা ও গদ্য পঠনরীতি

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ

ক. ছড়া পঠনরীতি অনুশীলন করতে পারবেন।
খ. কবিতা পঠনরীতি অনুশীলন করতে পারবেন।
গ. গদ্য পঠনরীতি অনুশীলন করতে পারবেন।

সময় : ৩.০০ ঘন্টা

পদ্ধতি ও কৌশল : প্রশ্নকরণ, প্রদর্শন, দলগত কাজ, উপস্থাপন

সহায়ক তথ্য : ১৪ ও ১৫ ছড়া, কবিতা ও গদ্য পঠনরীতি

অংশ ক :

ছড়া মূলত এক ধরনের ছন্দোবদ্ধ সমিল বা অমিল পদ্যবিশেষ। তবে পদ্য বা কবিতার সঙ্গে এই শ্রেণীর রচনার পার্থক্য রয়েছে অনেক। অর্থের গভীরতা নয়, শিশু সুলভ সরলতা, কল্পময়তা, চিত্রময়তা এবং শব্দের ধ্বনীময়তাই ছড়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য। শব্দের ধ্বনিময়তা আর পদে পদে ছড়ানো কথার একেকটি ছবির সমন্বয়ে কোন ছন্দোময় ব্যঞ্জনা সৃষ্টির নামই ছড়া। অনাবিল আনন্দদানই হচ্ছে ছড়ার উদ্দেশ্য।

ছড়া পঠনরীতি

ছড়া পঠনরীতি	
▪ উচ্চারণ ▪ কণ্ঠস্বরের উঠানামা ▪ তাল ▪ ছন্দ	▪ লয় ▪ আঞ্চলিকতা ▪ সাবলীলতা ▪ উপস্থাপনা

অংশ খ

কবিতা – সাধারণভাবে ছন্দোবদ্ধ পদকেই কবিতা বলে। সেই অর্থে ছন্দই কবিতার প্রাণ। কিন্তু কেবলমাত্রই ছন্দই কবিতার শেষ কথা নয়। বস্তুত জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত নিজস্ব উপলব্ধিগুলোকে আত্মগত ভাবরসে সিঞ্চিত করে কবি যখন ব্যঞ্জনাময় ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করেন, তখন তাকে কবিতা বলে। ইংরেজ কবি Wordsworth-এর ভাষায় "Poetry is spontaneous overflow of powerful feelings"অর্থাৎ কবিতা হচ্ছে শক্তিময় অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস। কেউ কেউ কবিতাকে এক ধরনের 'শব্দশিল্প' বলেও আখ্যায়িত করে থাকেন। কেননা সার্থক কবি তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলিকে প্রাত্যাহিকতায় সীমাবদ্ধ না রেখে তা এক চিরন্তন আবেদনের সীমানায় পৌঁছে দেন। কবিতায় কল্পনা থাকে, থাকে একান্ত অনুভূতির

উচ্ছ্বাস। সহৃদয় পাঠক সেটি অনুভব ও উপলব্ধি করে কবিতার মূল আত্মা বা কাব্যরস আস্বাদন করেন এবং তৃপ্ত হন।

গদ্য পঠনরীতি

পঠনরীতি		
▪ বোধগম্যতা ▪ উচ্চারণ ▪ কণ্ঠস্বরের উঠানামা ▪ কণ্ঠস্বর	▪ মিড় ▪ মাত্রা ▪ তাল ▪ ছন্দ	▪ লয় ▪ আঞ্চলিকতা ▪ সাবলীলতা ▪ উপস্থাপনা

গদ্য পঠন - আমরা যেভাবে কথা বলে ভাব প্রকাশ করি তার ভেতর একটা সহজ স্বাভাবিকতা আছে। সাহিত্যেকেরা এই স্বাভাবিক ভাষা-রীতিকে অবলম্বন করে যে সর্বজনবোধ্য ভাষা সৃষ্টি করেন তাকেই 'গদ্য' বলা হয়। 'গদ্য' এরকম সাহিত্যিক ভাষা। এই সাহিত্যিক ভাষাই নানা সৃষ্টিশীল লেখকের রচনাগুণে সমৃদ্ধ হয়ে আমাদের সাহিত্য সম্ভাবনাকে পরিপুষ্ট করে তুলেছে। প্রবন্ধ/নিবন্ধ, গল্প-উপন্যাস, নাটক/নাটিকা, রম্যরচনা, স্মৃতিকথামূলক রচনা, জীবনীমূলক রচনা- এসবই বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিশেষ বিশেষ আঙ্গিক এবং বিশেষ শিল্প সৃষ্টির দাবিদার। (সি-ইন-এড প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য বাংলা, প্রকাশ-এপ্রিল, ২০০২)

▪ পরিপ্রেক্ষিত ▪ বোধগম্যতা ▪ উচ্চারণ ▪ কণ্ঠস্বরের উঠানামা ▪ কণ্ঠের সুর ▪ মিড় ▪ মাত্রা	▪ তাল ▪ ছন্দ ▪ লয় ▪ আঞ্চলিকতা ▪ সাবলীলতা ▪ উপস্থাপনা ▪ উচ্চৈঃস্বরে পাঠ

অধিবেশন : ১৬	শিরোনাম : ছড়া ও কবিতা শিখন শেখানো কৌশল

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ

ক. ছড়া ও কবিতাশিখন শেখানো কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

খ. ছড়া ও কবিতা শিখন শেখানো কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন।

সময় : ১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি ও কৌশল : অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন, উপস্থাপন, দলগত কাজ, সিম্যুলেশন।

সহায়ক তথ্য: ১৬ **ছড়া ও কবিতা শিখন শেখানো কৌশল**

অংশ খ

শিখন শেখানো কৌশল	
ছড়া	**কবিতা**
▪ ছড়া সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা/ঘটনা আছে কি না তা জানতে চাওয়া ▪ সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করা ▪ ছবি বিশ্লেষণ ▪ ছড়াটি কয়েকবার আবৃত্তি করা ▪ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে আবৃত্তি করানো : সমবেত ভাবে, দলে, জোড়ায় ও এককভাবে ছড়াটি আবৃত্তির অনুশীলন করান ▪ ছন্দ মিলিয়ে শব্দ বলতে দেওয়া ▪ ছড়াসংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করা ▪ শিক্ষার্থীদের জানা ছড়া বলতে উৎসাহ প্রদান করা ▪ ইচ্ছেমতো ছবি আঁকার অনুশীলন।	▪ অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রশ্ন করা ▪ ছবি বিশ্লেষণ ▪ কবিতার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বলা ▪ আবৃত্তি করা, আবৃত্তিকালে শব্দের উচ্চারণ অনুশীলন, অর্থ বলে দেওয়া, ▪ আবৃত্তির অনুশীলন করানো ▪ পাঠের শব্দ ধরে কবিতা পড়তে সহায়তা করা ▪ কবিতাসংশ্লিষ্ট শ্রেণিভিত্তিক ভাষিক কাজের অনুশীলন করানো

অধিবেশন : ১৭	শিরোনাম : গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী বিষয় শেখানো কৌশল

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী বিষয়ের শিখন শেখানো কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

খ. গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী পাঠের শিখন শেখানো কৌশল বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

সময় : ১.৩০ঘন্টা

পদ্ধতি ও কৌশল : দলগত কাজ, প্লেনারি আলোচনা, উপস্থাপন।

সহায়ক তথ্য : ১৭ গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী বিষয় শেখানো কৌশল

অংশ ক

পাঠ পরিচালনার একটি সাধারণ কাঠামো: নমুনা

পর্যায়	শিখন-শেখানো ধাপ/কাজ
প্রথমপর্যায়	প্রাসঙ্গিক আলোচনা/প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা/পাঠের বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের জীবন অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ ব্যবহার করা; ছবি বিশ্লেষণ, পাঠ ঘোষণা ইত্যাদি।
দ্বিতীয়পর্যায়	পাঠ পঠন ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পাঠ উপস্থাপন ও শিক্ষার্থীদের পাঠে সম্পৃক্ত করা।
তৃতীয়পর্যায়	শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন করা, সংশ্লিষ্ট ভাষিক কাজে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করানো, চলমান মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পাঠের শুরু থেকে শিখন অবস্থা যাচাই করা।

অংশ খ

সহায়ক তথ্য : ১৭.২

বাংলা শিখন শেখানো কৌশল : গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী বিষয়

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে বাংলা বিষয়ের সকল শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা এবং শিখনফল অর্জনের মাধ্যম হিসেবে অন্যন্য বিষয়ের সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকে গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পেয়েছে গল্প, প্রবন্ধ এবং কথোপকথনের পাঠগুলো। বাংলা শিখনক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য বাংলা শিক্ষকগণকে এ বিষয়বস্তুসমূহের শিখন-শেখানো কৌশল জানা এবং শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করা অত্যন্ত জরুরি। সাধারণ গদ্যপাঠের আওতায় এসকল পাঠের (গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথন) বৈশিষ্ট্যে রয়েছে স্বকীয়তা। বাংলা পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত এসকল পাঠ শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো ক্ষেত্রে তাই একদিকে যেমন গদ্যপাঠভিত্তিক সাধারণ ধাপ/পর্যায় অনুসরণ করা হয়। তেমনি এদের স্বকীয়তা বিবেচনায় শিখন শিখানো কৌশলে রয়েছে কিছু ভিন্নতা।

গল্প ও প্রবন্ধ শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার কৌশলঃ

পড়ার আগে

- পূর্বজ্ঞান যাচাই করা
- প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা
- ছবি বিশ্লেষণ করানো
- পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লেখা।

পড়ার সময়

- প্রমিত উচ্চারণে পাঠটি ২/৩ বার সরবে পড়া ও শব্দে আঙুল নির্দেশ করে পড়া অনুসরণ করতে বলা
- সংশ্লিষ্ট নতুন শব্দ/যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণ করে দেখানো। নির্ধারিত অংশের সহজ বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করা
- প্রশ্ন করার মাধ্যমে পড়ার কাজ করানো। যেমন পাঠের সঙ্গে মিল রেখে/পাঠের সূত্র ধরে প্রয়োজনে প্রশ্ন করতে পারেন- এরপর কী হবে? এ অবস্থায় তুমি হলে কী করতে? পাঠ্যাংশে প্রতিটি ধাপে যাচাই করে করে সামনে এগিয়ে যেতে ও পাঠের সঙ্গে মিল রেখে উচ্চতর চিন্তা করার উপযোগী প্রশ্ন (বিশ্লেষণাত্মক, সংশ্লেষণাত্মক ও প্রায়োগিক প্রশ্ন) করা যেতে পারে। যেমন- কেন এটা/এসব হলো? বা কীভাবে হলো?
- শিক্ষার্থীদের পড়ার অনুশীলন করানো।

পড়ার পরে

- শিক্ষক ভাষিক কাজ নির্ভর শিখন-অনুশীলনী চর্চা করানো ও পাঠের সার-সংক্ষেপ করা বা করতে বলা।

কথোপকথনধর্মী পাঠের শিখন শেখানো কৌশলঃ

পড়ার আগে

- পূর্বজ্ঞান যাচাই করা
- প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা
- ছবি বিশ্লেষণ করানো
- পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দেওয়া।

পড়ার সময়

- প্রমিত উচ্চারণে স্বরভঙ্গির ওঠানামা বজায় রেখে পড়ে শোনোনো
- শব্দে আঙুল নির্দেশ করে পড়া অনুসরণ করানো
- পাঠের বিষয়বস্তু বোঝার জন্য ২/৩ বার পড়া
- পাঠসংশ্লিষ্ট নতুনশব্দ/যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণ করানো এবং পাঠের অংশের সহজ বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করা
- প্রশ্ন করার মাধ্যমে গল্প পড়ার কাজ করানো
- প্রাসঙ্গিক কথোপকথন প্রেক্ষাপট তৈরি করা
- শিক্ষার্থীর পড়ার অনুশীলন করানো
- চরিত্র অনুযায়ী অনুশীলনদল গঠন করা এবং চরিত্র বন্টন করা। প্রত্যেককে চরিত্র অনুযায়ী নির্ধারিত অংশটুকু পড়তে বলা। চরিত্র অনুযায়ীনির্ধারিত শিক্ষার্থীদের নিয়ে কথোপকথন উপস্থাপন করতে বলা।

পড়ার পরে

- শিক্ষক ভাষিক কাজ (শব্দার্থ, বাক্যে প্রয়োগ, যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণ, বিপরীত শব্দ, শূন্যস্থান পূরণ, মিলকরণ,এক কথায় প্রকাশ, প্রশ্নোত্তর অনুশীলন ইত্যাদি) নির্ভর শিখন-অনুশীলনী চর্চা করানো,

- পাঠের সার-সংক্ষেপ করা বা করতে সহায়তা করা।

পাঠপ্রদর্শন পর্যবেক্ষণ ছক

ছক পূরণের নির্দেশাবলি:

- প্রথমে উপস্থাপিত পাঠসংশ্লিষ্ট তথ্যাদি (পাঠের শিখনফল, উপকরণ, পদ্ধতি, সামগ্রিক পাঠ পরিকল্পনা ইত্যাদি) সম্পর্কে পর্যবেক্ষক শিক্ষকগণের নিকট থেকে জেনে নিবেন।
- উপস্থাপনকারী শিক্ষক নির্দিষ্ট পাঠ কীভাবে পরিচালনা করছেন তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পর্যবেক্ষিত পাঠের বিভিন্ন দিকসমূহ ছকের নির্দিষ্ট স্থানে লিপিবদ্ধ করবেন।
- পাঠের ধরন (গদ্য, প্রবন্ধ ও কথোপকথন) অনুযায়ী উপস্থাপিত পাঠের পাঠদান কৌশল নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে পাঠ সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট দিকসমূহ সম্পর্কে নোট নিবেন।
- নির্ধারিত পাঠ পরিচালনার জন্য কোনোপ্রশ্ন থাকলে তা নির্ধারিত স্থানে লিপিবদ্ধ করে রাখবেন।

পর্যবেক্ষকের নাম :	উপস্থাপনকারী শিক্ষকের নাম:
পর্যবেক্ষণের তারিখ:	
পাঠ উপস্থাপন শুরু:	পাঠ উপস্থাপন শেষ:

পাঠ উপস্থাপনের পর্যায়/ধাপ/কৌশল	সবলদিক	উন্নয়নের সম্ভাব্য ক্ষেত্র

সার্বিক মন্তব্য:

পর্যবেক্ষণকারী শিক্ষকের নাম:

অধিবেশন : ১৮	শিরোনাম : গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী বিষয় শেখানো কৌশল

শিখনফল

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী বিষয়ের শিখন-শেখানো কৌশল অনুশীলন করতে পারবেন।

সময় : ১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি ও কৌশল : পাঠ প্রদর্শন, আলোচনা, দলগত কাজ ও উপস্থাপন।

অধিবেশন : ১৯	শিরোনাম : ভাষা শিখনে সম্পূরক উপকরণ

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

ক. ভাষা শিখনে সম্পূরক উপকরণের প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবেন।

খ. ভাষা শিখনে নমুনা সম্পূরক উপকরণউন্নয়ন করতে পারবেন।

সময় : ১.৩০ ঘণ্টা

পদ্ধতি ও কৌশল : প্রদর্শন, আলোচনা, দলগত কাজ ও উপস্থাপন।

সহায়ক তথ্য : ১৯ ভাষা শিখনে সম্পূরক উপকরণ

অংশ ক

ভাষা শিখনে সম্পূরক উপকরণ

ভাষা শিখনে সাধারণত যে সব উপকরণ ব্যবহার করা হয় সেগুলো হচ্ছে- ছবি, চার্ট বা মডেল। এগুলো পাঠের উপস্থাপন, অনুশীলন ও মূল্যায়ন- এই তিন পর্যায়েই ব্যবহার করা যায়। এছাড়াও বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কিছু সম্পূরক উপকরণ রয়েছে যেমন- ভাষাখেলা ও সম্পূরক পঠন সামগ্রী।

কোনো পাঠের শিখনফলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত এমন কিছু আনন্দদায়ক খেলাধর্মী কাজ যা পাঠ্যপুস্তকে নেই তাদেরকেই মূলত সম্পূরক কাজ বলা যায়। আর এই কাজগুলো সম্পাদনের জন্য শিক্ষককে যেসব সৃজনশীল উপকরণ ব্যবহার করতে হয় তাই সম্পূরক উপকরণ। এ উপকরণগুলো শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জনে অত্যন্ত সহায়ক। বিষয়বস্তুর ধরন অনুযায়ী এগুলো পাঠ উপস্থাপনের যেকোনো পর্যায়ে ব্যবহার করা যায়। ভাষাদক্ষতা অর্জনে এই উপকরণগুলো কার্যকর ভূমিকা পালন করে। নিচে সম্পূরক উপকরণের প্রয়োজনীয়তা দেওয়া হলো-

শিক্ষার্থীর-

- চাহিদা অনুযায়ী শিখনের সুযোগ সৃষ্টি করে
- শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধি করে
- ব্যাকরণগত জ্ঞানের প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে
- চিন্তাশক্তি প্রসারিত করে
- মুখস্থ করার প্রবণতা হ্রাস করে
- সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করে
- সক্রিয়তা বৃদ্ধি করে
- আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়
- আনন্দায়ক শিখন নিশ্চিত করে
- সহযোগিতার মনোভাব বাড়িয়ে দেয়
- ভাষাদক্ষতা অর্জনের মূল্যায়নে সহায়তা করে।

অংশ খ

ক. ভাষা শিখনে কতিপয় সম্পূরক কাজের উদাহরণ

১। বর্ণ জুড়ে শব্দ তৈরি করা।

প্রেক্ষিত : শিক্ষার্থীদের সকল স্বরবর্ণ ও **ক** থেকে **ঙ** পর্যন্ত বর্ণ শেখানো হয়েছে। বর্ণ জুড়ে শব্দ তৈরির কাজ (বলা ও লেখা) করতে দিন।

উদাহরণ :

২। এলোমেলোভাবে সাজানো বর্ণ দিয়ে শব্দ তৈরি করা

হ ং শি – ☐☐☐

র দে শে – ☐☐☐

র বে ভো লা – ☐☐☐☐

ৎ কা র শ ল – ☐☐☐☐☐

মা আ শ র দে দে – ☐☐☐☐☐☐

৩। নির্দিষ্ট বর্ণ ও কারচিহ্ন ব্যবহারে বাক্য তৈরি করে লেখা ও পড়া

প্রেক্ষিত : শিখন শেখানো কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সকল স্বরবর্ণ এবং **ক** থেকে **ঞ** পর্যন্ত বর্ণগুলো শিক্ষার্থীরা শনাক্ত করতে পারে এবং লিখতে পারে। পাশাপাশি শিক্ষক আ (া) কার-চিহ্ন চিনেছে এবং বর্ণের সঙ্গে আ (া) কার-চিহ্নযুক্ত করে শিক্ষার্থীদের পড়তে পারার চর্চা করিয়েছেন। বর্ণিত শর্ত মেনে একটি পঠন উপকরণ তৈরি করুন।

৪। নির্দিষ্ট যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন শব্দ লেখা ও পড়া

প্রেক্ষিত :প্রথম শ্রেণির বাংলা বইয়ে **সাত দিনের কথা** গল্পে নিচের পাঠটি পড়ানো হয়েছে।

সাত দিনে এক **সপ্তাহ**। দিনগুলোর সাতটি নাম। **ট্রেনের** সামনে বসে আছে অভি। অভিরকাছে দিনগুলোর নাম শুনি। সাত দিনে কত কাজ করি আমরা। কখনও পড়ি, কখনও খেলি। কোনো দিন একেবারে ছুটি। ছুটির দিনে আরাম করি। অভি শনিবার বাগানে পানি দেয়। রবিবার গান শোনে। সোমবার ছবি আঁকে। **মঙ্গলবার** সাইকেল চালায়। বুধবার মাঠে খেলতে যায়। **বৃহস্পতিবার** ছড়ার বই পড়ে। **শুক্রবার** কাগজ কেটে ফুল বানায়। অভি ছুটির দিনে টেলিভিশন দেখে।

পাঠটিতে যে সকল যুক্তব্যঞ্জন (**প্ত ট্র/ক্র ঙ্গ স্প**) ব্যবহার করা হয়েছে উক্ত যুক্তব্যঞ্জন দিয়ে গঠিত নতুন শব্দ ব্যবহান করে একটি সমমানের গল্প তৈরি করি।

৫। শব্দসিঁড়িঃ

খেলার পরিকল্পনা-

- শিক্ষার্থীর শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধির জন্য পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে খেলাটি শুরু করুন
- যেকোনো একজন শিক্ষার্থীকে একটি শব্দ বলতে বলুন
- শব্দের শেষ বর্ণ দিয়ে অন্য একজন শিক্ষার্থীকে একটি শব্দ বলতে বলুন
- শব্দ বলার আগে সতর্ক থাকতে বলুন, যেন পূর্বের শব্দের শেষ বর্ণটি পুনরায় নতুন শব্দের শেষ বর্ণ না হয়।
- এমনটি হলে খেলা শেষ হয়ে যাবে তা বলে দিন
- সকলের অংশগ্রহণে খেলাটি চলমান রাখতে চেষ্টা করুন।

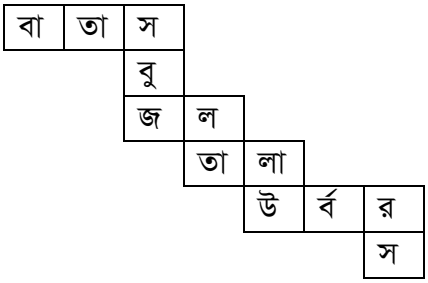

৬। বাক্য তৈরিঃ

খেলার পরিকল্পনা-

- একটি শব্দ দিয়ে একাধিক বাক্য তৈরি করতে দিন
- অসম্পূর্ণ বাক্য সম্পূর্ণ করতে দিন
- বাম পাশের সঙ্গে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করে বাক্য তৈরি করতে দিন
- এলোমেলো শব্দ সাজিয়ে বাক্য লেখা ও পড়া

৭। শব্দজাল

খেলার পরিকল্পনা-

- বোর্ডে বা পোস্টার পেপারে বর্ণিত ছকের মতো কোনো ফুল/ফল/পাখির নাম বৃত্তের মাঝখানে লিখুন
- নিজ নিজ খাতায় প্রদর্শিত ছকটি এঁকে বৃত্তের চারপাশে শিক্ষার্থীর জানা ফুল/ফল/পাখির নাম লিখতে বলুন

(বি.দ্র. বৃত্তের চারপাশে ফুল/ফল/পাখির ছবি দিয়েও শিক্ষার্থীদের নাম লিখতে সহায়তা করা যায়)

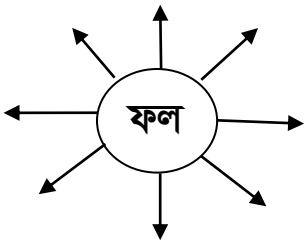

৮। ধারাবাহিকভাবে গল্প বলা

প্রেক্ষিত : শ্রেণিতে **কুঁজোবুড়ির গল্প** পড়নো শেষে শিক্ষার্থীদের দিয়ে শিক্ষক একটি নতুন গল্পের অবতারণা করতে চেয়েছেন।

৯। ছবি দেখে বলা ও লেখা

ছবি সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখ।

১০। বাক্য সাজিয়ে গল্প লেখা

প্রেক্ষিত : গল্পের বাক্যগুলো এলোমেলো করে লেখা রয়েছে। বাক্যগুলো সাজিয়ে গল্পটি লিখতে হবে।

ওরা দুইজনেই গ্রামের স্কুলে পড়ে।বৈশাখি মেলা। ওই গ্রামেই আরিফের বাড়ি।ওদের বাবা-মা সঙ্গেই যাবেন। গ্রামের নাম হাশিমপুর। আরিফের ছোট বোনের নাম রেবেকা। পাশের গ্রামেই মেলা বসেছে।ওরা আজ মেলায় যাবে।

১১। সম্পূরক পঠন সামগ্রী

আমরা সাধারণত শ্রেণিকক্ষে পাঠ্যবই ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু শিশুরা বিভিন্ন ধরনের সম্পূরক পঠন সামগ্রী পড়ার মাধ্যমে অধিক উপকৃত হতে পারে। কল্পকাহিনি বা বাস্তবধর্মী উভয় ধরনের পঠন সামগ্রী দিয়েই শুরু হতে পারে শিশুর পড়ার যাত্রা। উল্লিখিত বিভিন্ন ধরনের সম্পূরক পাঠ সামগ্রীর বিষয়বস্তুগুলো নিচে দেওয়া হলো। যেমন-

কাল্পনিক গল্প বা উপন্যাস, পৌরাণিক কাহিনি, উপকথা লোককাহিনি, রূপকথা,কবিতা, নাটক(অভিনয় করা যায় এমন পাণ্ডুলিপি) ইত্যাদি।

আবার বাস্তবধর্মী গল্প/প্রবন্ধ বা তথ্যমূলক লেখা, সংবাদপত্রের প্রবন্ধ,পত্রিকার লেখা, তথ্যভিত্তিক বই,সাধারণ জ্ঞান, জীবনকাহিনি, মনীষীর জীবনী, বক্তৃতা, কবিতা ইত্যাদিও শিশুদের পাঠ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

নিয়মিত পাঠ অভ্যাস হলো কার্যকর শিখন শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার একটি মৌলিক উপাদান। নিয়মিত পড়া চর্চা ও বার বার বিভিন্ন ধরনের পড়ার মাধ্যমে শিশুরা পড়ার অভিজ্ঞতা অর্জনে লাভবান হয়।

বিদ্যালয়ে যেসব শিশু এখনও সাবলম্বীভাবে পড়তে পারে না তাদের পড়তে শেখানোর দায়িত্ব শিক্ষকের। ওপরের শ্রেণির বা একই শ্রেণির যে-সকল শিশু সাবলম্বী পড়ুয়া বা স্বাধীন পাঠক তারা কম পড়তে পারা শিশুদের সহায়তা করতে পারে। সরব পাঠ ছাড়াও সাবলম্বীভাবে পড়ার মাধ্যমেও শিশুর পড়তে শেখার বৃদ্ধির সুযোগ ঘটে। শিশুর পছন্দমতো বই পড়তে দিলে শিশুরা পড়ায় উদ্বুদ্ধ হয় এবং পড়ার ক্ষেত্রে তাদের আগ্রহ বাড়ে। এক্ষেত্রে শিশুর পড়ার সক্ষমতার স্তরভিত্তিক সম্পূরক পঠন সামগ্রী কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

অধিবেশন : ২০	শিরোনাম : শ্রেণিকক্ষে বাংলা বিষয়ে মূল্যায়ন

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

ক. শ্রেণিকক্ষে বাংলা বিষয়ে মূল্যায়নের কৌশল অনুশীলন করতে পারবেন।

খ. শ্রেণিকক্ষে বাংলা বিষয়ে মূল্যায়নের পর ফলাবর্তন প্রদান করতে পারবেন।

সময় : ১.৩০ ঘণ্টা

পদ্ধতি ও কৌশল : আলোচনা, একক কাজ, দলীয় কাজ,উপস্থাপন।

সহায়ক তথ্য : ২০ শ্রেণিকক্ষে বাংলা বিষয়ে মূল্যায়ন

অংশ ক

সারণি ১: বাংলা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

শ্রেণি: ১ম -৩য় **ভাষাদক্ষতা: শোনা**

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
ক. বিভিন্ন রকম ধ্বনি ও শব্দ শুনে আলাদা করতে পারা। খ. মনোযোগ, ধৈর্য সহকারে শুনতে পারা গ. শুনে বুঝতে পারা ● ক শুধু ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য। ● খ ও গ সকল শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য।	১ম থেকে ৩য় শ্রেণির শিশুর শোনা দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য যে-সকল বিষয় বিবেচনা করতে হবে তা হলো- ক. শিশু বিভিন্ন রকম শব্দ শুনে ধ্বনি আলাদা করতে পারছে কি না এবং শিশু বিভিন্ন রকম বাক্য শুনে শব্দ আলাদা করতে পারছে কি না খ. শিশু	মৌখিক পর্যবেক্ষণ ও লিখিত	ক. মৌখিক চেকলিস্ট: বর্ণ/শব্দ/বাক্য তালিকা যেমন শব্দ তালিকা- অজ, আম, অলি, ইলিশ খ. পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট: আদেশমূলক বাক্য, যেমন দাঁড়াও, এগিয়ে এসো ছড়া আবৃত্তি যেমন, আতা গাছে	**ক-১ :** শিক্ষক কোনো ধ্বনি/বর্ণ/শব্দ/বাক্য সঠিক উচ্চারণে বলবেন অথবা সিডি হতে শোনাবেন। শিক্ষার্থী তা শুনে সঠিকভাবে লিখতে বা বলতে পারল কি না শিক্ষক তা যাচাই করে মূল্যায়ন করবেন। **ক-২ :** কার-চিহ্নযুক্ত শব্দ যেমন কাকা, খুকু, নানি ইত্যাদি শব্দ বোর্ডে লিখে শিক্ষার্থীদের নিকট হতে কার-চিহ্ন পৃথক করতে বলবেন। **খ-১ :** শিক্ষক কোনো একটি ছড়া নিজে এক লাইন বাদ দিয়ে পড়বেন। শিক্ষার্থীরা তার এই ইচ্ছাকৃত ভুল ধরতে পারলে বুঝতে পারা যাবে তাদের মনোযোগ ছিল। **খ-২ :** শিক্ষক নিজে অথবা কোনো শিক্ষার্থীকে দিয়ে একটি ছড়া আবৃত্তি করবেন অথবা করাবেন। এ সময় অন্য শিক্ষার্থীরা তা শুনে কী ধরনের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করছে শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করবেন। **খ-৩ :** পাঁচ/ছয়জনের গ্রুপ করে চেইন ড্রিলের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে পরের লাইন আবৃত্তি করতে বলবেন। এতে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ও ধৈর্যসহ শোনার দক্ষতা যাচাই করা

	মনোযোগ সহকারে শুনছে কি না এবং শিশু ধৈর্য সহকারে শুনছে কি না গ. শিশু শুনে বুঝতে পারছে কি না		তোতা পাখি গ. প্রশ্নপত্র বা চিত্র: প্রশ্ন তালিকা যেমন, রাজার কয়জন কন্যা ছিল? তার ছোট কন্যার নাম কী? বড় কন্যা তাকে কী রকম ভালোবাসে?	যাবে। এখানে নম্বর প্রদান মুখ্য নয় বরং কোনো গ্রুপ বা গ্রুপের কোনো সদস্য আবৃত্তি করতে না পারলে তাকে পুনরায় চর্চার সুযোগ দিয়ে শোনা দক্ষতা অর্জন করাতে হবে। **গ-১ :** শিক্ষক নিজে অথবা শিক্ষার্থীদের দ্বারা কিংবা অডিও-ভিডিও টুল ব্যবহার করে একটি শ্রুতি সকল শিক্ষার্থীদের শুনিয়ে তারা কী বুঝলো তা শিক্ষার্থীদের লিখতে দিয়ে, কিংবা বলতে দিয়ে শুনে বুঝতে পারার দক্ষতা যাচাই করতে পারেন। শিক্ষক বিভিন্ন রকম ধ্বনি উচ্চারণ করবেন; যেমন, মা-মা-মা; শিক্ষার্থীরা সহপাঠীদের মধ্যে কার নাম 'মা' ধ্বনি দিয়ে শুরু (মায়েশা, মামুন) বলবে/লিখবে। -একই উদাহরণ হতে বলা, পড়া ওলেখা দক্ষতাও যাচাই করা যেতে পারে।

সারণি ২: বাংলা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ
শ্রেণি : ১ম - ৩য় **ভাষাদক্ষতা : বলা**

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
ক. স্পষ্টতা, শুদ্ধতা, প্রমিত উচ্চারণ, খ. শ্রবণযোগ্যতা, সঠিক ছন্দে কথোপকথন, গ. প্রশ্ন করা, অনুভূতি ব্যক্ত করা, বর্ণনা করা ঘ. বাচনভঙ্গি ঙ. প্রাসঙ্গিকতা □ ক - ঘ ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য। □ ঙ শুধু ৩য় শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য।	১ম থেকে ৩য় শেণির শিক্ষার্থীর বলা দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য যে-সকল বিষয় বিবেচনা করতে হবে তা হলো- ক. শিক্ষার্থী স্পষ্ট, শুদ্ধ, প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে কি না, খ. শ্রবণযোগ্য স্বর এবং সঠিক ছন্দে উচ্চারণ করতে পারছে কি না,শ্রেণি কার্যক্রমে কথোপকথনে অংশ নিচ্ছে কিনা, গ. শিক্ষার্থী প্রশ্ন করছে কি না, অনুভূতি ব্যক্ত করতে এবং কোনো বিষয় বর্ণনা করতে পারছে কি না, ঘ. তার বাচনভঙ্গি যথাযথ কি না, ঙ. বলার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখছে কি না।	মৌখিক পর্যবেক্ষণ ও লিখিত	নির্দেশনা/চেকলিস্ট: বর্ণ তালিকা যেমন: অ, আ, ই, ঈ শব্দ তালিকা যেমন: অজ, আম, ইলিশ, অলি বাক্য তালিকা যেমন: অজ আসে, আম খাই খ. পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট: নির্ধারিত ছড়া বা গল্পের অংশবিশেষ গ. প্রশ্নপত্র, চিত্র	**ক-১ :** শিক্ষক প্রমিত উচ্চারণে এক বা একাধিক বর্ণ/শব্দ/বাক্য বলবেন এবং শিক্ষার্থীরা তা শুনে বলবে। **ক-২ :** শিক্ষার্থী নিজের বা চারপাশের কোনো বিষয় সম্পর্কে বলবে। খ. শিক্ষার্থী কবিতা সঠিক উচ্চারণ ও ছন্দে আবৃত্তি করবে এবং শিক্ষক তার অনুভূতি ও বাচনভঙ্গিপর্যবেক্ষণ করবেন। **গ-১ :** শিক্ষক কোনো পাঠ্যাংশ পড়তে দিয়ে তার উপরে কিছু নির্ধারিত প্রশ্ন করবেন এবং শিক্ষার্থী জবাব দেবে। এভাবে তার বলা দক্ষতা মূল্যায়ন করা হবে। **গ-২ :** শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের চার্ট/চিত্র উপস্থাপন করে শিক্ষার্থীদের সে সম্পর্কে বলতে বলবেন। (একই কার্যক্রম দিয়ে একাধিক দক্ষতা যাচাই করা যেতে পারে।)

সারণি ৩ : বাংলা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ
শ্রেণিঃ ১ম - ৩য় **ভাষাদক্ষতাঃ পড়া**

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
ক. ডিকোডিং (পাঠোদ্ধার) খ. শব্দকোষ/শব্দ ভাণ্ডার (Vocabulary) গ. ব্যাকরণ ঘ. পড়ে বুঝতে পারা	১ম থেকে ৩য় শেণির শিশুর পড়া দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য যে সকল বিষয় বিবেচনা করতে হবে তা হলো- ক. শিক্ষার্থীর পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু বা এর সমমানের বিষয় সরবে বানান করে সঠিক উচ্চারণে পড়তে পারছে কি না এবং নীরবে পড়ে তার মূল বিষয়/ভাবার্থ জানতে ও বুঝতে পারছে কি না। খ. শিক্ষার্থীর পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু বা এর সমমানের বিষয় নীরবে পড়ে শব্দ/বাক্যের অর্থ জানতে পারছে কি না। গ. শিক্ষার্থীরা পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু বা এর সমমানের বিষয়বস্তু পড়ে এর বাক্যগঠন	মৌখিক পর্যবেক্ষণ ও লিখিত	ক. মৌখিক মূল্যায়ন নির্দেশনা/ চেকলিস্টঃ নির্ধারিত পাঠ্যাংশ যেমন, বাগানের চারপাশে বেড়া--------- সাদা ফুল ঝরে পড়ে। খ. পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট : নির্ধারিত পাঠ্যাংশ যেমন- বাগানের চারপাশে বেড়া --- ----- সাদা ফুল ঝরে পড়ে। গ. প্রশ্নপত্র, চিত্রঃ বিপরীত শব্দ যেমন : মা, ধনী, রাত সমার্থক -শব্দঃ যেমন চাঁদ, ধরণি	ক. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্কের নির্ধারিত কোনো পাঠ্যাংশ/পড়তে দেবেন এবং তার ওপর মৌখিক বা লিখিত প্রশড়ব করবেন। শিক্ষার্থী সে প্রশেড়বর মৌখিক/লিখিত জবাব প্রদান করবে। খ. শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের কোনো পাঠ্যাংশ/ সমমানের বই পড়তে দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিভিনড়ব গ্রুপে ভাগ করবেন। তারা পরস্পর প্রশ্ন করবে ও উত্তর দেবে এবং শিক্ষক বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করবেন। গ. শিক্ষক পাঠ্যপুস্তক থেকে কয়েকটি শব্দ বোর্ডে লিখে দিয়ে শিক্ষার্থীদের এর অর্থ/বিপরীত শব্দ/সমার্থক শব্দ/বাক্য রচনা করতে বলবেন। শিক্ষার্থী মৌখিক বা লিখিতভাবে উত্তর দিবে। একই কার্যক্রম দিয়ে অন্যান্য দক্ষতার যাচাই করা যেতে পারে।

সারণি ২.৪ : বাংলা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ
শ্রেণিঃ প্রথম থেকে পঞ্চম **ভাষাদক্ষতাঃ লেখা**

মূল্যায়নের ক্ষেত্র	মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয়	মূল্যায়ন পদ্ধতি	মূল্যায়ন টুলস	উদাহরণ
ক. এনকোডিং খ. স্পষ্ট ও সঠিক আকৃতিতে লেখা গ. শব্দকোষ/ শব্দ ভাণ্ডার (শুদ্ধ বানান,সঠিক শব্দ) ঘ. ব্যাকরণ/ভাষিক কাজ ঙ. প্রাসঙ্গিকতা চ. ধারাবাহিকতা * - ঘ পর্যন্ত সব শেণির জন্য প্রযোজ্য। ঙ ও চ ৩য় শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য।	ক. শিক্ষার্থী পৃথক পৃথক ধ্বনি ব্যবহার করে শব্দ তৈরি করতে পারছে কি না। যে বিষয়ে লিখবে/ লিখতে দেওয়া হবে সে বিষয় লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারছে কি না। খ. বর্ণ ও সংখ্যা পড়ে শিক্ষার্থীরা লিখতে পারছে কি না। গ. শিক্ষার্থীরা লেখাতে বিষয়- সংশ্লিষ্ট শব্দ ব্যবহার করতে পারছে কি না। ঘ. কর্তা, ক্রিয়ার ধারাবাহিকতা এবং ব্যাকরণ ঠিক রেখে বাক্য লিখতে পারছে কি না। ঙ. শিক্ষার্থী যে বিষয়ে লিখবে/লিখতে দেওয়া হবে তা প্রাসঙ্গিকভাবে লিখতে পারছে কি না। চ. শিক্ষার্থী যে বিষয়ে লিখবে/লিখতে দেওয়া হবে তা ধারাবাহিকভাবে লিখতে পারছে কি না।	লিখিত মৌখিক ও পর্যবেক্ষণ	ক. মৌখিক মূল্যায়ন নির্দেশনা/ চেকলিস্ট: নির্ধারিত বিষয় যেমন, আমার মা। খ. পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট: শব্দ তালিকা যেমন, আম, ঈগল, উট গ. প্রশ্নপত্র, চিত্রঃ পাঠ্য বইয়ের নির্ধারিত পাঠ্যাংশ বা চিত্র	ক. শিক্ষাথীকে তার চারপাশের পরিবেশ হতে নির্ধারিত বিষয় বলে বা বোর্ডে লিখে দিয়ে সে সম্পর্কে কিছু লিখতে দিয়ে মূল্যায়ন করবেন। খ. শিক্ষক বর্ণ/শব্দ/বাক্য সঠিক উচ্চারণে বলবেন, শিক্ষার্থী তা লিখবে এবং শিক্ষক সার্বিক বিষয় পর্যবেক্ষণ করবেন। খ-১: শিক্ষক ছবি প্রদর্শন করবেন এবং শিক্ষার্থী তার ওপর কয়েক লাইন লিখবে। খ-২ : একই/ভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন দলে শিক্ষার্থীদের বিভক্ত করে প্রত্যেককে কিছু লিখতে বলবেন। একদল অপর দলের মূল্যায়ন করবে এবং শিক্ষক বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবেন। গ. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কোনো একটি পাঠ্যাংশ/চার্ট/চিত্র উপস্থাপন করে তার উপরে কিছু লিখতে বলবেন। শিক্ষক প্রাসঙ্গিকতা ও ধারাবাহিকতা যাচাই করবেন। একই কাজের মাধ্যমে একাধিক দক্ষতা যাচাই করা যেতে পারে।

অধিবেশন : ২১	শিরোনাম : বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তির ব্যবহার

শিখনফল :

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

ক. বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তির ব্যবহার পর্যালোচনা করতে পারবেন।

খ. বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারবেন।

সময় : ১.৩০ ঘণ্টা

পদ্ধতি ও কৌশল : দলগত কাজ,বির্তক প্রতিযোগিতা, উপস্থাপন ও আলোচনা।

সহায়ক তথ্য : ২১ বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তির ব্যবহার

অংশ ক

কর্মপত্র – ১

সহায়কের জন্যে বিতর্ক পরিচালনার গাইডলাইন

প্রীতি-বিতর্ক

বিতর্কের বিষয়: বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তির ব্যবহারই অন্যতম কার্যকর পন্থা/উপায়

দল গঠনের ও প্রস্তুতি পর্ব শেষ হওয়ার পরে সহায়ক একজন মডারেটর ও একজন সময় নিয়ন্ত্রককে ঠিক করে নেবেন।

বিতার্কিক সংখ্যা : পক্ষ দল ও বিপক্ষ দল: প্রথম বক্তা, দ্বিতীয় বক্তা ও দলনেতা (৩ X ২) = ৬ জন

সময় নির্ধারক : যার কাজ হবে প্রতি বক্তার জন্যে নির্ধারিত সময়ে ঘণ্টা বাজিয়ে সতর্ক করে দেওয়া।

মডারেটর : মডারেটরের দায়িত্ব হবে অধিবেশন শুরু করা, নিয়মাবলি ও নির্ধারিত সময় বলে দেওয়া, বক্তাদের ক্রমানুসারে ডাকা ও অধিবেশন পরিচালনা করা।

নির্ধারিত সময় ও নিয়মাবলি হলো :

১) বক্তব্য প্রদানকালে বাচনীয় ভাষা ব্যাবহার করতে হবে।

২) প্রতি বিতার্কিক বক্তব্য উপস্থাপনের জন্যে ৩ মিনিট করে সময় পাবেন। ২ মিনিটে সতর্ক সংকেত এবং ১ মিনিটে চূড়ান্ত সংকেত দেওয়া হবে।

৩) সকল সদস্যের বক্তব্য শোনার পরে দলীয় আলোচনা করার জন্যে ৫ মিনিট সময় পাবেন।

৪) এরপর যুক্তি খন্ডনের জন্যে প্রতি দলনেতা আরও ২ মিনিট করে সময় পাবেন।

৫) মডারেটর নিজ বিবেচনা অনুযায়ী প্রত্যেক বক্তাকে নির্ধারিত সময়ের বাইরেও ৩০ সেকেন্ড করে বাড়তি সময় Grace Time দিতে পারেন।
৬) দলনেতাদ্বয় যুক্তি খণ্ডনের নির্ধারিত সময়ে কোনো নতুন যুক্তি বা প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারবেন না।

বিতর্কের ১ম : বক্তা	সাধারণ উদ্দেশ্য	সময়
মডারেটর	▪ অধিবেশনের উদ্বোধন ও নিয়মাবলি, সময় নিয়ন্ত্রণ জানানো	২ মিনিট
পক্ষ দলের প্রথম বক্তা	▪ পাঠদানে প্রযুক্তি ব্যবহারের ধারণা প্রদান ও প্রারম্ভিক আলোচনা ▪ ভাষার দক্ষতা উন্নয়নে প্রযুক্তির ব্যবহারের যথার্থতা ব্যাখ্যা করা	৩ মিনিট
বিপক্ষ দলের প্রথম বক্তা	▪ একমাত্র উপায় বা পন্থা নয় এই মর্মে বক্তব্য উপস্থাপন ▪ ভাষার দক্ষতা উন্নয়নে প্রযুক্তির ব্যবহারের বিদ্যমান কাঠামোগত বাধা	৩ মিনিট
পক্ষ দলের দ্বিতীয় বক্তা	▪ ভাষিক কাজের উদাহরণ প্রদানের মাধ্যমে প্রযুক্তি ব্যবহারের গুরুত্বকে সমর্থন (উদাহরণস্বরূপ: যুক্ত বর্ণ; ধ্বনি সচেতনতা ইত্যাদি)	৩ মিনিট
বিপক্ষ দলের দ্বিতীয় বক্তা	▪ ভাষিক কাজের উদাহরণ প্রদানের মাধ্যমে প্রযুক্তি ব্যবহারের গুরুত্বকে অসমর্থন (উদাহরণ স্বরূপ : গল্প বলা, কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি)	৩ মিনিট
পক্ষ দলের দলনেতা	▪ ডিজিটাল কনটেন্টের অভিজ্ঞতার আলোকে কার্যকর বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তি ব্যবহারের যৌক্তিকতা উপস্থাপন	৩ মিনিট
বিপক্ষ দলের দলনেতা	▪ ডিজিটাল কনটেন্টের অভিজ্ঞতার আলোকে কার্যকর বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তি ব্যবহার কেন পরস্পর বিরোধী তার ব্যাখ্যা উপস্থাপন	৩ মিনিট
দলীয় আলোচনা	▪ প্রতিপক্ষ দলের উপস্থাপিত যুক্তিবিচার ও বিশ্লেষণ	৩ মিনিট
পক্ষ দলের দলনেতা	▪ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রদান ও যুক্তি খণ্ডন	২ মিনিট
বিপক্ষ দলের দলনেতা	▪ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রদান ও যুক্তি খণ্ডন	২ মিনিট
মডারেটর	▪ সিদ্ধান্ত গ্রহণ : মডারেটর কোনো দলকে বিজয়ী ঘোষণা না করে বিষয়বস্তু/ ভাষিক কাজের ধরনভেদে প্রযুক্তি ব্যবহারে ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।	৩ মিনিট

অধিবেশন : ২২	শিরোনাম : বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তির প্রয়োগ অনুশীলন

শিখনফল :

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তির প্রয়োগ অনুশীলন করতে পারবেন।

সময় : ১.৩০ ঘণ্টা

পদ্ধতি ও কৌশল : দলগত কাজ, উপস্থাপন ও আলোচনা।

সহায়ক তথ্য : ২২ বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তির ব্যবহার অনুশীলন

অংশ ক

কর্মপত্র – ১

বাংলা পাঠে প্রযুক্তির প্রয়োগ
প্রেক্ষাপট

১. ধ্বনি সচেতনতা
২. বর্ণ চিহ্নিতকরণ
৩. বর্ণ লেখা
৪. সংকেত জেনে নেওয়া
৫. বর্ণ ও কার চিহ্নের মিলকরণ
৬. বর্ণ মিলিয়ে শব্দ তৈরি
৭. যুক্তব্যঞ্জন বর্ণ
৮. সঠিক উচ্চারণ
৯. ছবি পড়া
১০. ছবির পাঠ
১১. ছবি দেখে গল্প তৈরি করা
১২. ছক/ফরম পূরণ করা

পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট

বাংলা পাঠে প্রযুক্তির প্রয়োগ

ক্রম.	পর্যবেক্ষণের নির্দেশক ক্ষেত্র/প্রশ্ন (৪ স্কেলের পরিবর্তে ২ টি স্কেল করলে শিক্ষকের জন্য সহজ হয়)	প্রযোজ্য ঘরে টিক চিহ্ন দিন				
		সন্তোষজনক নয়	মোটামুটি সন্তোষজনক	সন্তোষজনক	উত্তম	অতি উত্তম
১	নির্ধারিত কনটেন্ট/পাঠের জন্য প্রযুক্তির প্রয়োগ কতটা সহায়ক?					
২	প্রযুক্তির প্রয়োগের কৌশল কতটা যথাযথ হয়েছে?					
৩	উপস্থাপিত পাঠে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ কতটুকু রয়েছে?					
৪	ডিজিটাল কনটেন্টে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদার কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে?					
৫	প্রযুক্তির কার্যকর প্রয়োগে উন্নয়নেরক্ষেত্র:					

অধিবেশন : ২৩ ও ২৪	শিরোনাম : বাংলা বিষয়ে পাঠপরিকল্পনা

শিখনফল :

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

ক. পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবেন।

খ. শেখানো পরিকল্পনা অনুযায়ী উপকরণ তৈরি করতে পারবেন।

গ. বাংলা বিষয়ে শিখন শেখানো কৌশল অনুশীলন করতে পারবেন।

সময় : ৩.০০ ঘণ্টা

পদ্ধতি ও কৌশল : প্রশ্নোত্তর, একক কাজ, দলীয় কাজ, উপস্থাপন, আলোচনা।